Story Writing (গথ লিখন)

01 এক ঘুঘু এবং পিঁপড়া

একটি পিঁপড়া একটি নদীর তীরে বাস করত। নদীটির পানির সীমা ধীরে ধীরে বাড়ছিল। একদিন একটি ঢেউ তীরে আঘাত করল। সেই মুহূর্তে পিঁপড়াটি হাঁটছিল। এটা পিছলে পানিতে পড়ে গেল এবং তীরে উঠতে পারল না। একটি ঘুঘু বিষয়টি দেখল। পিঁপড়াটির জন্য তার মায়া হল এবং তার প্রতি সে খুব সহানুভূতিশীল হল।

সে কাঁঠাল গাছের একটি পাতা ছিঁড়ে পানিতে ছেড়ে দিল। ডুবন্ত পিঁপড়াটি সেটা ধরল। পাতা এবং পিঁপড়া উভয়ই ভাসছিল। অবশেষে পিঁপড়াটি তীরে উঠল। যখন সে তার জীবন ফিরে পেল, ঘুঘুর কাছ থেকে সে সবকিছু শুনল। সে ঘুঘুটিকে ধন্যবাদ জানাল এবং অতি দ্রুতই তারা বন্ধু হয়ে গেল।

একদিন ঘুঘুটি যখন নদীর তীরে বসেছিল তখন এক শিকারী তাকে শিকার করতে উদ্যত হল। সেই মুহূর্তে কৃতজ্ঞ পিঁপড়াটি ঘুঘুটিকে বাঁচাতে একটি পরিকল্পনা করল। শিকারি যখন তার বন্দুকটি ঘুঘুর দিকে তাক করল তখন পিঁপড়া তার পায়ে কামড় বসিয়ে দিল। ফলে, শিকারী লাফিয়ে উঠল এবং তার নিশানা ভুল করল। আওয়াজ শুনে সাথে সাথে পাখিটি উড়ে গেল। এভাবে, পিঁপড়াটি তার উপকারী বন্ধু ঘুঘুর জীবন বাঁচাল।

02 সব সময় মজা করা ভালো নয়

এটা ছিল শেষ রাত। আমি আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার পরিবারের সকল সদস্য ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ আমার ফোন বেজে উঠল আর এটা ছিল অচেনা নম্বর। যখন সে নিজেকে ডাকাত বলে পরিচয় দিল, আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

কণ্ঠস্বর প্রথমে কোমল ছিল কিন্তু পরে তা খুব হিংস্র হয়ে ওঠে। সে ২৪ ঘন্টার ভেতর কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা দাবি করল। একথা বলেই সে ফোনটি কেটে দিল। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম কারণ সে হুমকি দিল যে টাকা না পেলে সে আমাকে খুন করবে। আমি এই ব্যাপারটি নিয়ে, বিশেষ করে অচেনা ব্যক্তির ফোন কল নিয়ে খুব মন খারাপ করলাম। আমার মানসিক অবস্থা মারাত্মক হয়ে পড়ল আর আমার মা-বাবা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন।

পরের রাতে সে আবার আমাকে ফোন করল আর আমার বাবা ফোন ধরে তাকে আমার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বললেন। একথা শুনে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল। সে আমার বাবার কাছে ক্ষমা চাইল আর বলল যে সে আমার স্কুলের বন্ধুদের একজন আর আমার সাথে মজা করেছিল।

03 বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

এটা ছিল এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে কলেজে যাচ্ছিলাম। আমরা খুব উচ্ছ্বসিত ছিলাম কারণ আমরা একটি বনভোজনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম। হঠাৎ আমার এক বন্ধু অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। অন্য দু'জনকে নিয়ে আমি তাকে মাটি থেকে টেনে তুললাম। আমি একটি রিকশা নিলাম। রিকশাওয়ালা স্বাভাবিক ভাড়ায় যেতে রাজি ছিল না। তাই আমাদের তাকে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হয়েছিল।

যা হোক, আমরা আমাদের অসুস্থ বন্ধুকে রিকশায় করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তাকে সেখানে ভর্তি করা হলো আর চিকিৎসা চলছিল। ডাক্তাররা তাকে স্যালাইন দিলেন আর তাকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকার পরামর্শ দিলেন। বিকেলে তারা তাকে কিছু ঔষধ দিয়ে ছাড়পত্র দিলেন।

আমরা তাড়াতাড়ি কলেজে গেলাম। পরীক্ষা ততক্ষণে শেষ। আমরা অধ্যক্ষের সাথে তাঁর কক্ষে দেখা করলাম। সবকিছু বললাম আর পরীক্ষায় অংশ নিতে আরেকটি সুযোগ দিতে তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি সানন্দে শুক্রবারে পরীক্ষা দিতে আমাদের অনুরোধ মঞ্জুর করলেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম আর আমাদের অসুস্থ বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে গেলাম।

04 শিয়াল এবং কাক

একটি কাক তার ঠোঁটে এক টুকরা মাংস নিয়ে একটি গাছে বসে ছিল। এক ক্ষুধার্ত শিয়াল এসে বসলো গাছের নিচে। সে কাকটিকে ঠোঁটে মাংসের টুকরাটি নিয়ে বসে থাকতে দেখলো। শিয়াল মাংসের টুকরাটি খেতে চাইলো। তাই সে একটি পরিকল্পনা করল। তার পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে সে বিভিন্ন পন্থার কথা ভাবলো এবং অবশেষে একটি পন্থা পেল যা তার কাছে উপযুক্ত মনে হলো। সে তোষামোদ করার সিদ্ধান্ত নিল।

তাই শিয়ালটি গাছের নিচে গেল, উপরে তাকালো এবং চিৎকার করে বলল, "শুভ দিন সুন্দর কাক। আজকে আপনাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে : কত মসৃণ আপনার পালকগুলো, কত উজ্জ্বল আপনার চোখ! আমি নিশ্চিত যে মিষ্টতায় আপনার কণ্ঠ অন্য পাখিদের কণ্ঠকে ছাড়িয়ে যাবে যেমনটা ছাড়িয়ে গিয়েছে আপনার শরীর। আমাকে আপনার কণ্ঠের একটি গান শুনতে দিন যাতে করে আমি আপনাকে পাখিদের রানী বলতে পারি।"

শিয়ালের উচ্চারণ করা প্রতিটি শব্দ কাকটির কাছে তার সারাজীবনের শোনা পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর জিনিস। সে তার মাথাটি উঁচু করল এবং তার সর্বোচ্চ দিয়ে কা কা করতে শুরু করল। কিন্তু যখন সে তার মুখ খুললো মাংসের টুকরাটি নিচে পড়ে গেল এবং শিয়ালটি মাংসের টুকরাটি লুফে নিল।

"এতেই হবে। আমি এটাই চেয়েছিলাম। তোমার মাংসের বিনিময়ে আমি তোমাকে একটি উপদেশ দেব।" "না, এটা সম্ভব নয়," শিয়ালটি বলল, "কিন্তু আমি তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য অবশ্যই উপদেশটি দেব: "চাটুকারকে বিশ্বাস করো না।"

05 দৃঢ় সংকল্প সাফল্য আনে

রহিম ছিল মেধাবী ছেলে। সে গ্রামের স্কুলে পড়ত। তার পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু সে ডাক্তার হতে চাইল যাতে সে তার পরিবারের সব দু:খ-দুর্দশা দূর করতে পারে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে সব সময়ই একটা ব্যবধান থেকে যায়। সে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকাকালে তার পিতা মারা যান।

পিতার মৃত্যুর পর সে আরও সঙ্কটের মধ্যে পড়ল। কিন্তু সে আশা ছাড়েনি। সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানোর সংকল্প করল। সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিল এবং বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ লাভ করল। একটি জাতীয় দৈনিক তার ওপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করল। পত্রিকাটিতে তার আর তার বাড়িঘরের কিছু ছবি ছিল। নিবন্ধটি পড়ে একটি বেসরকারি ব্যাংক রহিমকে সাহায্য করতে তাদের সদয় হাত বাড়িয়ে দিল।

একদিন একজন ডাকপিয়ন তাদের বাড়িতে এসে তার হাতে একটি রেজিস্টার্ড চিঠি ধরিয়ে দিল। চিঠিটি পড়ে সে আনন্দ ও বিস্ময়ে আবেগাপ্লুত হয়ে

পড়ল। ব্যাংকটি তাকে একটি বড় অঙ্কের বৃত্তির প্রস্তাব দিয়েছে। সে তার মা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ডাকল। সুখবরটি শুনে তারাও খুব খুশি হল। রহিম সুযোগটি লুফে নিল আর কিছুদিন পর ব্যাংক প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করল। তারপর সে কুমিল্লা বি.এস. কলেজে ভর্তি হল এবং আন্তরিকভাবে ও জোরেসোরে লেখাপড়া করতে লাগল। সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও জিপিএ ৫ পেল। তারপর সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল।

এখন রহিম একজন খুব দ্ব ও অভিজ্ঞ ডাক্তার। সে মানবিক সহানুভূতির সাথে তার রোগীদের চিকিৎসা করে। সে তার গ্রামবাসীর জন্য অনেক জনহিতৈষী ও গঠনমূলক কাজ করে যাচ্ছে। মানুষও তাকে খুব ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

06 মিথ্যাবাদীর শাস্তি

এক গ্রামে এক মেষপালক বাস করত। সে বনের কাছে মেষের পাল চড়াত। বনের মধ্যে, একটি নেকড়ে বাস করত। মাঝে মাঝে নেকড়ে এসে কৃষক ও মেষ শাবকদের হত্যা করত। মেষপালক ছেলেটির মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল। সে "নেকড়ে! নেকড়ে! সাহায্য কর!" বলে তীব্র চিৎকার করে গ্রামবাসীর সাথে মজা/ তামাসা করত। গ্রামবাসীরা চিন্তা করত/ ভাবত যে তরুণ মেষপালক বিপদে পড়েছে। গ্রামবাসীরা মেষপালককে রক্ষা করার জন্য লাঠি, বর্শা ও হাতিয়ার নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যেত। কিন্তু তারা কোনো নেকড়ে পেত না।

গ্রামবাসীদের দেখে মেষপালক হাসত। গ্রামবাসীরা এতে বিরক্ত হত এবং তাদের কাজে ফিরে যেত। মিথ্যাবাদী মেষপালক মাঝে মধ্যে এরকম তামাসা বা মজা করত। গ্রামবাসীরা ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসত এবং বিরক্ত হয়ে গৃহে ফিরত।

কিন্তু একদিন সত্যিই একটি নেকড়ে আসল। মেষপালক ছেলেটি তার উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করেছিল। গ্রামবাসীরা তার চিৎকার শুনেছিল কিন্তু তারা তাদের সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। তারা মেষপালককে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেনি। নেকড়েটি তার সব ভেড়া মেরে ফেলল। বালকটি উচ্চস্বরে কাঁদছিল এবং সাহায্য চাইছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। নেকড়েটি মেষপালককেও হত্যা করল/ মেরে ফেলল। হতভাগ্য মেষপালক মিথ্যা বলার জন্য তার জীবন হারাল।

তাই, আমাদের কখনো মিথ্যা বলা উচিত নয়।

07 সততার পুরস্কার

এক গ্রামে একজন কাঠুরে ছিল। একদিন সে নদীর ধারে কাঠ কাটছিল। হঠাৎ তার কুঠারটি নদীতে পড়ে গেল। নদীটি ছিল খুব গভীর। কাঠুরে সাঁতার কাটতে বা ডুব দিতে জানত না। তাই সে সেখানে মন খারাপ করে বসে ছিল। তখন এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। এক সুন্দর পরী কাঠুরের সামনে উপস্থিত হল। পরী কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করল তার কী হয়েছে। কাঠুরে পরীর কাছে ঘটনাটি বলল। সে পরীকে জানালো যে সে একজন গরীব কাঠুরে আর সে কাঠ কেটে জীবিকা উপার্জন করে। এখন সে আর কাজ করতে পারবে না যেহেতু সে তার কুঠারটি নদীর পানিতে হারিয়ে ফেলেছে। নতুন একটি কুঠার কেনা তার সামর্থ্যের বাইরে। এসব কথা শুনে তার ওপর পরীর দয়া হল। পরী নদীর পানিতে ডুব দিল আর একটি সোনার কুঠার নিয়ে উঠে এল। সে কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করল এটি তার কুঠার কিনা। গরিব কাঠুরে 'না' বলল। পরী আবার নদীর পানিতে ডুব দিল আর একটি রূপার কুঠার নিয়ে তার হাত তুলল। সে কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করল এটি তার কুঠার কিনা। কাঠুরে জবাবে আবারও 'না' বলল। পরী তৎক্ষণাৎ পানিতে ডুব দিল আর কাঠুরে যে কুঠারটি হারিয়েছিল সেটি নিয়ে উঠে এল। সে কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করল এটি তার কুঠার কিনা। কাঠুরে খুব খুশি হল আর চিৎকার করে বলল যে এটিই তার কুঠার।

গরিব কাঠুরের সততা দেখে পরী অবাক হল। সে কাঠুরেকে সোনা, রূপা ও লোহার- অর্থাৎ তিনটি কুঠার দিয়েই পুরস্কৃত করল।

08 ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়/ একটি তৃষ্ণার্ত কাক

এটি ছিল একটি গ্রীষ্মের দিন এবং একটি কাক খুব তৃষ্ণার্ত হল। এটি পানির স ানে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল কিন্তু ব্যর্থ হল। কাকটি আশাহত হল না। অবশেষে এটি একটু দূরে একটি কলসি দেখতে পেল। এটি সেখানে উড়ে গেল কিন্তু কলসিতে খুবই সামান্য পানি ছিল। কলসির পানি কাকের নাগালের বাইরে ছিল। সে খুবই হতাশ হল। সে কী করবে তা ভেবে পেল না। সে চারপাশে তাকাল এবং কিছু নুড়ি দেখতে পেল। অতঃপর তার মাথায় একটি চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল।

সে তার ঠোঁট দিয়ে একের পর এক নুড়ি তুলল। সে এগুলো কলসির মধ্যে ফেলল। পানি শীঘ্রই কলসির মুখে উঠে আসল। কাকটি পানি পান করল এবং আনন্দের সাথে উড়ে গেল।

কাজেই, এ গল্প হতে আমরা শিখতে পারলাম যে, আমাদের কোনো অবস্থাতেই হতাশ হওয়া উচিত হয়।

09 ধীরস্থিররাই জয়ী হয়

খরগোশ খুবই দ্রুতগামী প্রাণী। এটা খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। কিন্তু কচ্ছপ খুব ধীরে ধীরে চলে। একদা একটি খরগোশ তার গতির গর্ব করত এবং কচ্ছপকে বিদ্রুপ করত। একবার কচ্ছপটি খরগোশকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণ জানাল। তারা উভয়ই খেঁকশিয়ালের কাছে গেল এবং তাকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচারক হতে বলল। খেঁকশিয়ালটি রাজি হল এবং এক নির্ধারিত দিনে তারা দুই রাস্তার সংযোগস্থলে মিলিত হল।

অবশেষে, প্রতিযোগিতা/দৌড় শুরু হল। খরগোশটি শুরু থেকেই খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছিল এবং শীঘ্রই কচ্ছপকে অনেক পেছনে ফেলেছিল। অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করার পর খরগোশটি পেছনের দিকে তাকাল। আশেপাশে কচ্ছপের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না।

খরগোশটি হেসে নিজে নিজে বলল, "সত্যিই আমি একটা বোকা। আমি কেন এ তীব্র গরমে ধীরগতির অধিকারী বৃদ্ধ কচ্ছপের সাথে দ্রুত দৌড়াচ্ছি? যখন কচ্ছপটি আমাকে ধরে ফেলবে তখন আবার দৌড়ানো শুরু করব। তার আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই।" এই চিন্তা করে সে একটি ছায়াযুক্ত গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল। যেহেতু সে একটু ক্লান্ত ছিল, সে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কচ্ছপ ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে থামেনি কিংবা পিছনের দিকেও তাকায়নি এবং অবশেষে সে গর্বিত খরগোশকে অতিক্রম করল এবং খরগোশের আগেই ভালোভাবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল।

খরগোশ বুঝতেই পারেনি সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল এবং পিছনে কচ্ছপের কোনো পদচিহ্ন দেখতে পেল না। তখনও সে সন্তুষ্টচিত্তে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু শেষ প্রান্তে পৌছানোর পর সে দৌড় প্রতিযোগিতার বিচারক খেঁকশিয়ালের সাথে কচ্ছপকে গল্প করতে দেখল। তারপর কচ্ছপটি বলল যে বন্ধু তোমার জানা উচিত : "ধীরস্থিররাই জয়ী হয়।"

10

মাতৃভক্তি

বায়েজিদ ছিল একজন ছোট বালক। তার মা অসুস্থ ছিল। একদিন সে তার অসুস্থ মায়ের বিছানার পাশে বসে পড়ছিল। হঠাৎ তার মা জেগে ওঠে, এবং তার (মা) পুত্রকে এক গ্লাস পানি দিতে বলে। বায়েজিদ গ্লাস নিয়ে কলসি থেকে পানি ঢালতে গেল। কিন্তু কলসি খালি ছিল। বাড়িতে এক ফোঁটা পানিও ছিল না। বায়েজিদ ঝরণা থেকে পানি আনতে যাওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু এটি ছিল বাড়ি থেকে অনেক দূরে এবং গ্রামের এক প্রান্তে। রাত তখন গভীর। বায়েজিদ কলসিটি নিল এবং ঝরণা থেকে পানি আনতে গেল।

যখন সে পানি নিয়ে আসল, তখন সে তার মাকে গভীর ঘুমে পেল। বায়েজিদ ভাবল যে যদি তার মাকে জাগানো হয় তাহলে সে বিরক্তি বোধ করতে পারে। তাই সে গ্লাসে পানি নিয়ে মায়ের বিছানার পাশে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

রাত শেষ হল। সকালে বায়েজিদের মা চোখ খুললেন এবং দেখলেন যে তার ছেলে এক গ্লাস পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটা দেখে, তার মা কেঁদে ফেললেন। তিনি (বায়েজিদের মা) তার ছেলেকে মাতৃত্বসুলভ স্নেহে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে আশীর্বাদ করলেন। তার (মায়ের) আশীর্বাদে পরবর্তীতে তিনি বড় পীর হলেন।

11

একতাই বল

এক কৃষকের তিন ছেলে ছিল। তার ছেলেদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল না। তারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। তাই বৃদ্ধ কৃষক তাদের প্রতি অখুশি ছিলেন। বৃদ্ধ কৃষক তাদেরকে একটি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি একটি ফন্দি আঁটলেন। তিনি তার ছেলেদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে কিছু লাঠি আনতে বললেন। বাবার আদেশ অনুসারে তারা কিছু লাঠি সংগ্রহ করল এবং তাদের পিতার নিকট নিল। কৃষকটি ছেলেদেরকে লাঠিগুলোকে একটা আঁটি করতে বললেন।

তারপর কৃষক তার প্রত্যেক পুত্রকে আঁটিটি ভাঙতে বললেন। তাদের প্রত্যেকেই আঁটিটি ভাঙতে চেষ্টা করল কিন্তু সবাই ব্যর্থ হল। এইবার বৃদ্ধ কৃষক তাদেরকে আঁটিটি খুলতে বললেন। ছেলেরা তৎক্ষণাৎ তা করল। তারপর তিনি প্রত্যেক ছেলের হাতে একটি করে লাঠি দিলেন। তিনি পুনরায় তাদের সেটা ভাঙতে বললেন। ছেলেরা সহজেই তাদের লাঠিটি ভেঙে ফেলল।

তারপর কৃষক তার পুত্রদের বললেন যে, যদি তারা এ আঁটির মত ঐক্যবদ্ধ থাকে তবে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তাদেরকে আরও সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, যদি তারা আবার ঝগড়া করে এবং আলাদা হয়ে যায় তবে শত্রুরা একটা লাঠির মতই তাদেরকে ভেঙে ফেলবে। তিনি তার পুত্রদের একতার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝালেন। ছেলেরা তা বুঝল এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতিজ্ঞা করল।

12

সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা

একদা এক গরিব কৃষক বাস করত। সে তার বড় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অনেক বেশি কাজ করত। কিন্তু সে দিনে দুই বেলা খুব কমই খেতে পারত। একদিন মাঠে কাজ করার সময় সে একটি ঝুড়ি দেখতে পেল। সে এটি তুলে নিল এবং বাড়িতে নিয়ে আসল। সে তার স্ত্রীকে এটি দেখাল। সে এটি খুলল। ওহ! এটি বিরাট অংকের টাকায় পরিপূর্ণ ছিল।

স্ত্রী লোকটি ছিল লোভী প্রকৃতির। সে তার স্বামীকে উপদেশ দিয়েছিল এই টাকাটা অথবা এই টাকার একটি অংশ তাদের জন্য ব্যবহার করতে। কিন্তু কৃষকটি তার স্ত্রীকে বলল এটি ব্যবহার করা অসততা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে বলল যে সে প্রথমে চেষ্টা করবে সে লোকটিকে খুঁজে বের করার জন্য যে ঝুড়িটি হারিয়েছিল।

সে ঝুড়ির মালিককে খুঁজতে শুরু করল। সে তাকে খুঁজে বের করার জন্য এখানে সেখানে ঘুরাঘুরি করল। অবশেষে কৃষক ঝুড়ির মালিককে খুঁজে পেল। সে ছিল নিকটবর্তী শহরের একজন শিল্পপতি। সে তার নিকট গেল এবং তাকে ঝুড়িটি দিল। ঝুড়িটি পেয়ে ধনী লোকটি খুব খুশি হল। সে কৃষককে অনেক ধন্যবাদ দিল, কিন্তু কোনো পুরস্কার নয়।

মালিকের কাছে ঝুড়িটি ফিরিয়ে দিয়ে কৃষকটি খুব খুশি হল। তারপর সে বাড়ি ফিরে আসল। কৃষকটির স্ত্রী তার দিকে খুব রাগ করে তাকাল এবং তার বোকামির জন্য তাকে ভর্ৎসনা করল। কিন্তু কৃষকটি তার উদ্দেশ্য পরিবর্তন না করে দাঁড়িয়ে রইল। সে বলতে লাগল, "সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।"

কয়েক মাস গত হল। হঠাৎ একদিন শিল্পপতি তার বাড়িতে পৌঁছল। সে এবং তার স্ত্রী উভয়েই এতে অবাক হল। তারা তাকে আপ্যায়ন করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করল। সে কৃষকটির উচ্চ প্রশংসা করল। তারপর সে কৃষককে প্রচুর নগদ অর্থ পুরস্কার এবং কয়েক খণ্ড জমি দিল এবং চলে গেল। দরিদ্র কৃষক এবং তার স্ত্রী ধনী লোকটির মহানুভবতায় খুব খুশী হয়েছিল।

তারপর কৃষকটি তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, "এখন তুমি কী বুঝতে পেরেছ যে সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা?" তার স্ত্রী খুব লজ্জা পেল এবং বলল, "সত্যিই, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।"

13

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

একদা কতগুলো ইঁদুর এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে আনন্দে সময় অতিবাহিত করছিল। সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু খাবার সেখানে সহজপ্রাপ্য ছিল। তারা খাদ্যশস্য খেত এবং বাড়িতে গর্ত করত। ইঁদুরগুলো কাপড়-চোপড় কাটত এবং ঘুমন্ত শিশুদেরও কামড়াত। তারা সর্বদাই বাড়ির মধ্যে তীব্র চিৎকার এবং কিচির মিচির শব্দ করত। তাই বাড়ির মালিক এই অশান্তি থেকে মুক্তির জন্য একটি বিড়াল নিয়ে আসল। বিড়ালটি প্রতিদিন ইঁদুর মারতে লাগল। ইঁদুরগুলো ভীত হয়ে পড়ল।

তাই সব ইঁদুর মিলে আলোচনা সভা করল। তাদের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত দিল। কিন্তু কোনোটিই উপযুক্ত বা যথাযোগ্য ছিল না। সভা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছল। এমন সময় একটি যুবক ইঁদুর উঠে দাঁড়াল এবং তার প্রস্তাব রাখার জন্য অনুমতি চাইল। সকলেই সম্মত হল। সে বলল, "আমরা বিড়ালের গলায় ঘন্টা বেঁধে দেব। তাহলে, আমরা বিড়াল আসার সময় সতর্কতামূলক সংকেত পাব। তাহলে আমরা সহজেই আমাদের নিরাপদ স্থানে লুকাতে পারব।" সকল ইঁদুরই তুমুল হর্ষধ্বনির সাথে তার প্রস্তাবকে অভিবাদন জানাল।

তারপর এক বৃদ্ধ ইঁদুর উঠে দাঁড়াল এবং সবাইকে শান্ত হতে বলল। সে বলল, " বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?" সেখানে পিনপতন নীরবতা নেমে আসল। তারা সবাই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। সাহসিকতা ও সাফল্যের সঙ্গে এ কাজ শেষ করার মতো কেউ ছিল না। অবশেষে, আলোচনা সভা ব্ল র্থতায় পর্যবসিত হল।

14 **ছোট প্রাণীও সিংহের জীবন বাঁচাতে পারে**

একদা একটি সিংহ বনের মধ্যে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ একটি ইঁদুর সেখানে আসল। এটা ঘুমন্ত সিংহকে খেয়াল করেনি। এটা আনন্দে খেলছিল এবং দৌড়াচ্ছিল। হঠাৎ এটা সিংহের মুখের উপর দিয়ে দৌড় দিল। এটা সিংহকে জাগিয়ে তুলল। সিংহটি তখন খুব রাগান্বিত হয়ে উঠল। এটি ক্রোধে গর্জন করছিল। ইঁদুরটি ভীত হয়ে পড়ল এবং কাঁপতে শুরু করল। সিংহটি বলল, "এই ছোট বদমাশ, তোর কত বড় সাহস আমাকে বিরক্ত করিস? আমি তোকে হত্যা করব।" ইঁদুরটি মহাবিপদে পড়ল। এটি সিংহের কাছে জীবন ভিক্ষা চাইল। এটি প্রয়োজন হলে সিংহকে যেকোনো সময় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। একথা শুনে, সিংহটি হাসতে লাগল। সে বলল, "তোর মতো ক্ষুদ্র প্রাণী কীভাবে আমাকে সাহায্য করবে?" সে ইঁদুরটিকে নিয়ে তামাসা করল এবং মুক্তি দিল। কয়েকদিন পর একজন শিকারী একটি ফাঁদ পেতে ছিল এবং সিংহটি সে ফাঁদে পড়ল। সিংহটি এটা থেকে বের হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হল। ইঁদুর পরিস্থিতিটি খেয়াল করল এবং সিংহকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। এটি (ইঁদুর) তার তীক্ষ্ণদাঁত দিয়ে জাল কাটা শুরু করল। কিছু সময় পর সিংহটি ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল এবং তার জীবন বাঁচানোর জন্য ইঁদুরকে ধন্যবাদ দিল। কাজেই, ক্ষুদ্র প্রাণী বলে কাউকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

15 **রফিকের দুর্ভাগ্য**

রফিক ট্রেনে চড়ল। সে তার আসন খুঁজে পেল এবং বসে পড়ল। কয়েক মিনিট পরে, অন্য একজন যাত্রী আসনটি দাবি করল এবং রফিক বিস্মিত হয়ে দেখল যে সে ভুল ট্রেনে চড়েছে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ট্রেনটি ইতোমধ্যে স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। ট্রেনটি থেকে নামার কোনো উপায় ছিল না। রফিক লোকটির জন্য তার আসন ছেড়ে দিল এবং তার ভুল স্বীকার করল। লোকটি দুঃখ প্রকাশ করল এবং রফিককে পরবর্তী স্টেশনে নেমে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিল। রফিক তার ঘড়ি দেখল। তখন প্রায় রাত দশটা বাজে। সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে তার কত সময় লাগতে পারে। লোকটি উত্তর দিল যে প্রায় এক ঘণ্টা লাগতে পারে। রফিকের মন ভেঙে পড়ল এবং সেখানে নেমে কী করবে ভেবে ভয় পেল। তাছাড়া, তার স্যুটকেসে দুই লাখ টাকা ছিল। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে সে বিবর্ণ হয়ে গেল। ছিনতাইকারীর ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়ল। তাকে চিন্তিত দেখে, লোকটি বলল যে সে পরের স্টেশনে নেমে যাবে এবং তাকে সান্ত্বনা দিল যে সে তাকে হোটেলে উঠতে সাহায্য করবে। ইতোমধ্যে টিকেট মাস্টার আসল এবং রফিক তাকে টিকিট প্রদর্শন করে মানিয়ে নিতে সমর্থ হলো। অবশেষে ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছল। রফিক নেমে পড়ল। লোকটি রফিককে নিকটবর্তী হোটেল দেখিয়ে দিল। শহরটি ছিল খুব শান্ত এবং খুব কম লোকজন দেখা গিয়েছিল। রাস্তায় পর্যাপ্ত সংখ্যক বাতি ছিল না। রাস্তা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুইজন লোককে দেখা গেল, তার দিকে বন্দুক তাক করল। তারা তাকে সবকিছু দিয়ে দেবার জন্য বলল। যখন সে অস্বীকার করল, তাদের একজন বন্দুকে গুলি ভরল এবং তার জীবননাশের হুমকি দিল। সে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। তার হাত থেকে স্যুটকেস পড়ে গেল। সে বসে পড়ল। তারা তার স্যুটকেস, মানিব্যাগ সবকিছু কেড়ে নিল।

16 **যতো লোভ ততো দুর্ভোগ**

একদা একটি কুকুর এক কসাইয়ের দোকান থেকে এক টুকরা মাংস চুরি করেছিল। সে এটি নিয়ে দৌড়াল এবং অবশেষে একটি জলধারার নিকট এল। জলধারার ওপর একটি তক্তা (কাঠের ফলক) ছিল। কুকুরটি সেই তক্তার ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। সে কাষ্ঠফলকের ওপর দৌড়ে যাওয়ার সময় নিচের স্রোতের দিকে তাকাল এবং পানিতে স্পষ্টত: একটি কুকুরের ছায়া দেখল। লোভী কুকুর ভাবল যে সেটা মাংসের টুকরা বহনকারী আরেকটি কুকুর। তাই সে দ্রুত পানিতে ঝাঁপ দিল। তা করতে গিয়ে কুকুরের মুখ থেকে মাংসের টুকরাটি পড়ে গেল। মাংসের টুকরাটি স্রোতে ভেসে গেল। অন্য কোনো কুকুর সেখানে ছিল না। যে কুকুরকে সে আক্রমণ করেছিল সেটা ছিল তার নিজেরই ছায়া। লোভী কুকুরটি ভিজে গেল আর অনেক বাধা পেরিয়ে তীরে ভিড়ল। কুকুরটি অলস গতিতে ঘরে গেল। তার খিদে আরও বাড়ল। কুকুরটি ভাবল যে অতি লোভই তার এমন দুর্দশার কারণ।

17 **পোশাক মানুষকে মহৎ করে না**

শেখ সাদী ইরানের একজন মহান কবি ছিলেন। তিনি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। একদিন ইরানের রাজা তাকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। সারাদিন পায়ে হেঁটে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং রাতে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। প্রতিদিনকার মত তিনি সেদিনও সাধারণ পোষাকে ছিলেন। গৃহকর্তা তাঁকে একজন সাধারণ ভ্রমণকারী মনে করে ভালোমতো আপ্যায়ন করল না।

পরদিন সাদী ধনী লোকটির বাড়ি ত্যাগ করল এবং রাজপ্রাসাদে পৌঁছাল। রাজা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং রাজকীয় পোশাক উপহার দিলেন। বাড়িতে ফেরার পথে সাদী আবার ঐ ধনী লোকটির বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর রাজকীয় পোশাক দেখে ধনী ব্যক্তি তাঁর অনেক যত্ন করতে লাগল এবং সুস্বাদু ও উন্নত মানের খাবার খেতে দিল। সাদী খাওয়ার পরিবর্তে খাবারগুলো জামার পকেটে রাখতে লাগলেন। এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে ধনী লোকটি বিস্মিত হয়ে গেল এবং এরূপ আচরনের কারণ জানতে চাইল। সাদী গৃহকর্তাকে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের আচরণ সম্পর্কে বললেন। তিনি বললেন যে "সুস্বাদু খাবারগুলো পোশাকের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাই আমি খাবারগুলো জামার পকেটে রাখছি।" লোকটি তার ব্যবহার মনে করে লজ্জিত হল এবং মা চাইল। সাদী তখন ধনী লোকটির নিকট নিজের পরিচয় দিলেন এবং চলে গেলেন।

18 **এক বালকের দায়িত্বশীলতা**

একদা আরিফ নামে এক বালক স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ সে রাস্তার পাশে একটি মানিব্যাগ দেখতে পেল। সে কিছুক্ষণ ভাবল। কেউ তাকে চোর ভাবতে পারে এই ভেবে সে মানিব্যাগ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ল। আবার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার মত দায়িত্বহীন বালকও সে নয়। তাই সে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ব্যাগটি তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

বাড়িতে সে তার বাবা-মা ও ছোট বোনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল। তার বাবা-মা তাকে ব্যাগটির মালিকের খোঁজ নিতে বলল এবং সে ব্যাগে বিপুল পরিমাণ টাকা পেল। সে ব্যাগে ফোন নম্বরসহ একটি ভিজিটিং কার্ড পেল। আরিফ সে ফোন নম্বরে কল দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অপর প্রান্ত থেকে একটি গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ সাড়া দিল। আরিফ তার নিজের পরিচয় দিল এবং মানিব্যাগ পাওয়ার বিষয়টি বলল। ফোন গ্রহীতা টাকাসহ ব্যাগটি তার বলে দাবি করল। লোকটি সত্য বলছে কিনা আরিফ তা যাচাই করার চেষ্টা করল। তাদের দুজনের কথোপকথনে আরিফের দ্বিধা দূর হল। আরিফ ব্যাগটির মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হল।

সে লোকটিকে তার বাড়ির ঠিকানা দিল। লোকটি আরিফের সাথে দেখা করল এবং তার দায়িত্বশীলতার জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল। সে আরিফকে চমৎকার একটি গল্পের বইও উপহার দিল।

19

অর্থ দিয়ে সুখ কেনা যায় না

একদা এক সুখী মুচি বাস করত। সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে এবং গান গেয়ে তার দিন অতিবাহিত করত। তার একজন ধনী প্রতিবেশী তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করল "তুমি প্রতি বৎসর কত টাকা রোজগার কর?" মুচি হাসল এবং বলল, "আমি এভাবে কখনো আমার টাকা গণনা করিনি। এটি যত দ্রুত আসে, তত দ্রুত চলে যায়। কিন্তু আমি এটি উপার্জন করতে পেরে খুশি। আমি দিনের পর দিন জুতা সেলাই করি এবং জীবিকা নির্বাহ করি। ধনী লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ভাল, প্রতিদিন তুমি কত টাকা উপার্জন কর?" মুচি উত্তর দিল, "কেন, কখনো বেশি আবার কখনো কম।" "অনেক ছুটির দিনে আমি কিছুই উপার্জন করি না কিন্তু যেভাবেই হোক চলে যায়।" ধনী লোকটি বলল "এখন তুমি একজন সুখী মানুষ, কিন্তু আমি তোমাকে আরো সুখী করব" এবং সে মুচিকে এক হাজার ডলার দিল। সে বলল, "যাও, সাবধানে এই টাকাটা খরচ কর। এটি অনেক দিন তোমার প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে।" মুচি আগে কখনো এত টাকার স্বপ্ন দেখেনি। সে ভেবেছিল তার সারা জীবনের খাবার এবং পোশাকের জন্য এটি যথেষ্ট। সে টাকাটা বাড়ি নিয়ে আসল এবং লুকিয়ে রাখল, কিন্তু এর সাথে সে তার আনন্দকে লুকিয়ে রাখল। সে গান থামিয়ে দিল এবং দুঃখ অনুভব করল। সে ডাকাতের ভয়ে ঘুমাতে পারত না। সে ভেবেছিল তার দোকানে যেই আসবে তার গুপ্ত সম্পদ বের করার জন্য চেষ্টা করবে। যখন মেঝের উপর দিয়ে একটি বিড়াল দৌড়ে যেত, সে ভাবত যে দরজার মধ্য দিয়ে কোনো চোর প্রবেশ করল।

20

সব চায় যে, সব হারায় সে/একজন লোভী কৃষক

এক গ্রামে একজন কৃষক বাস করত। তার একটি বিস্ময়কর রাজহংসী ছিল। রাজহংসীটি প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম পাড়ত। কৃষকটি ছিল খুবই লোভী। সে চিন্তা করল যে তার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন। সে সব ডিম একসাথে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। যদি সে একদিনে সব ডিম পায়, তাহলে সে খুব দ্রুত ধনী হয়ে উঠবে। সে সম্পূর্ণরূপে প্রলুব্ধ হল।

তাই সে রাজহংসীর পেট কেটে সব ডিম একসাথে বা একবারে সংগ্রহের পরিকল্পনা করল। তার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য সে একটি ছুরি নিল এবং রাজহংসীর পেট কাটল। আশ্চর্যের বিষয়, সে কোনো ডিমই পেল না। তার জন্য আরেকটি দুঃসংবাদ হল যে, রাজহংসীটি রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গেল। এ ঘটনায় কৃষকটি খুবই মর্মাহত হল। সে অনুধাবন করল যে সে অর্থহীন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছে। লোভের বশবর্তী হয়ে সে তার বিস্ময়কর রাজহংসীটি চিরতরে হারাল।

21

মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা

এটা ছিল সুন্দর একটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। একটি কারখানায় প্রায় সকল কর্মচারীই তাদের প্রতিদিনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ একটি বিধ্বংসী শব্দ হলো। আমি খেয়াল করলাম আমার সহকর্মীরা সামনে পিছনে ছোটাছুটি করছে এবং চিৎকার করছে। আমার একটি বা দুটি মুহূর্ত লাগলো বুঝে উঠতে যে কিছু একটা অশুভ ঘটতে যাচ্ছিল। সিঁড়ির ২০ ফুট কাছাকাছি যেতেই, আমাকে দ্রুত নিচের দিকে যাওয়ার একটা অনুভূতি দিয়ে ভবনটি ভেঙে পড়তে শুরু করে। ঘন ধুলা পুরো জায়গাটাকে গ্রাস করে। আমি আমার চারপাশে চিৎকার শুনতে পাই। আমার হৃৎপিন্ড ধপ ধপ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে, একটা আশার কিরণ দেখতে পাই যখন আমি একটা ম্লান আলো দেখি।

অনেক কিছু এবং অনেক স্মৃতি আমার মনের ভেতর দিয়ে যেতে থাকে। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ ২০ ফুট দূরে আমি একটি গরম বাতাস নির্গমনকারী পাখার ফুটো দেখতে পাই। আমার মধ্যে থাকা সবটুকু সামর্থ্য নিয়ে আমি ফুটোটির দিকে হামাগুড়ি দেই।

আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করার পর কিছু উদ্ধারকারী আমাকে দেখতে পায়। তারা আমাকে উদ্ধার করার নিশ্চয়তা দেয় এবং আমাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে। তারা আমাকে উদ্ধার করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এবং অবশেষে আমি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলাম।

আমি আমার অনেক সহকর্মীদের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে দেখি যারা তখনও জীবিত ছিল এবং নড়াচড়া করতে পারছিল না যেহেতু দেয়াল ও যন্ত্রগুলো তাদের উপর পড়েছিল। কত ভয়ানক ছিল আমার জন্য ঐ মুহূর্তটি!

22

প্রয়োজনের/বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

একদা দুইজন বন্ধু ছিল। তারা একটি গ্রামে বাস করত। তারা অঙ্গীকার করল যে বিপদের সময় তারা একে অপরকে সাহায্যে করবে। একদিন তারা গভীর বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা একটি বিকট আওয়াজ শুনল। এটা ছিল একটি ভল্লুক। তাই, উভয়েই ভীত হয়ে পড়ল এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন গাছে উঠতে পারত। সে বন্ধুকে বিপদে রেখে গাছে আশ্রয় নিল। অন্য বন্ধুটি অসহায় হয়ে পড়ল।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে জানত যে ভল্লুক কোনো মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে না। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে, সে মরার মতো ভান করার সিদ্ধান্ত নিল। তার পরিকল্পনা অনুসারে, সে মৃতের মতো মাটিতে/ভূমিতে শুয়ে পড়ল। অবশেষে ভল্লুকটি এল এবং তাকে মাটিতে শোয়া অবস্থায় পেল। ভল্লুকটি তার শরীর শুঁকে দেখল এবং মনে করল সে মৃত। এটি কোনো ক্ষতি না করেই চলে গেল।

যখন ভল্লুক চলে গেল, তার বন্ধু গাছ থেকে নামল। সে জিজ্ঞাসা করল যে, ভল্লুকটি তাকে ফিসফিস করে কী বলেছিল। সে জবাবে তার বন্ধুকে বলল যে, ভল্লুকটি বলেছিল এমন বন্ধুর সঙ্গ পরিহার কর, যে বিপদের সময় তার বন্ধুকে ত্যাগ করে/ছেড়ে যায়। একথা শুনে, তার বন্ধু লজ্জা পেয়ে চলে গেল।

23

সুখী : গোবরে একটি পদ্ম ফুল

পালাখাল চাঁদপুর জেলার একটি দূরবর্তী গ্রাম। সেখানে এক গরিব কৃষক বাস করতেন। তার তিন পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। তার নাম ছিল সুখী। তার নামকরণের কারণ সৃষ্টিকর্তা জানেন। সে তার গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে। সে ছিল খুব বুদ্ধিমতী এবং মেধাবী বালিকা। সে সব সময় উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিল যাতে সে স্বাবলম্বী হয়ে তার পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে পারে। যেহেতু তার বাবা ভীষণ গরিব ছিলেন, সে তার শিক্ষার খরচ বহন করতে সক্ষম ছিলেন না।

সুখীর সকল শিক্ষক তাকে খুব ভালবাসতেন। তারা তার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন। তারা সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন যাতে সে তার পড়াশুনা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে এসএসসি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করবে। ২০১২ সালের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে সুখী সত্যিই তার শিক্ষকদের আশা বাস্তবে পরিণত করেছিল। তার চমৎকার ফলাফল দেখে তার পিতামাতার আনন্দের সীমা রইল না।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার জন্য বিশাল অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করল এবং তাকে ৫০,০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করল যাতে সে তার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে। হাজী মো. নজরুল ইসলাম নামে একজন ধনী লোক তার উচ্চশিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তার পিতামাতা বিশ্বাস করতে পারেনি কী ঘটতে যাচ্ছিল। তারা সবার নিকট শুধু তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যারা তাদের কন্যাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। সুখী চাঁদপুরের পালাখাল রুস্তম আলী ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয়েছিল এবং আগ্রহ সহকারে তার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগল।

24

অধ্যবসায় সফলতার চাবিকাঠি

একদা রবার্ট ব্রুস নামে এক রাজা বাস করতেন। তিনি শত্রু দ্বারা পরাজিত হয়ে তার রাজ্য হারিয়েছিলেন। তিনি যেকোনো মূল্যে তার রাজ্য ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। তিনি সৈন্য যোগাড় করলেন এবং শত্রুদের তাড়াবার জন্য একের পর এক করে ছয়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি প্রতিবার পরাজিত হন। তারপর তিনি একটি গুহায় নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। তিনি সেখানে বিষন্ন ছিলেন। একদিন রাজা গুহার মধ্যে শুয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন। হঠাৎ একটি মাকড়সা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মাকড়সাটি গুহার চূড়ায় উঠার জন্য বারবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এটি বারবার নিচে পড়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও, এটি তার চেষ্টা ছেড়ে দিল না। সপ্তমবারেও এটি ব্যর্থ হলো, কিন্তু এটি আশা ছাড়ল না। তারপর এটি পুনরায় চেষ্টা করল। অষ্টমবারের বেলায় এটি সফল হল। অবশেষে অষ্টম বারে এটি গুহার চূড়ায় উঠতে সক্ষম হল।

রাজা এটা দেখে উৎসাহবোধ করলেন এবং মাকড়সার কর্মকাণ্ড দেখে শিক্ষা নিলেন যে অধ্যবসায় হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। ঠিক তখনই, তিনি আরও একবার চেষ্টা করার জন্য তার মনস্থির করলেন। তিনি তার সৈন্যদলকে পুনরায় সংগ্রহ করলেন এবং তাদের উৎসাহ দিলেন। দৃঢ় মনোবল নিয়ে, তিনি তার সৈন্যদল নিয়ে শত্রুদের আরেকবার আক্রমণ করলেন। এইবার তিনি তার শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম হলেন এবং তার হারানো রাজ্য পুনরায় ফিরে পেলেন।

25

সুন্দরবনে আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম

গত বছর আমি সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলাম। এটা ছিল তিনটা পনের মিনিট যখন আমরা কাটকায় পৌঁছেছিলাম। একজন ফরেস্ট গাইড এবং কোস্ট গার্ডের অধীনে আমরা গভীর বনে যেতে শুরু করলাম। আমি সুন্দরবনের বিস্ময়কর সবুজ দেখে এতো মুগ্ধ হয়েছিলাম যে আমি আমার দলের অন্যান্যদের অনুসরণ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমার জ্ঞান ফিরল, আমি ঐ স্থানে অস্বস্তি বোধ করলাম। আমি সেখানে কাউকে দেখলাম না। আমি আমার দলের লোকদের খোঁজ করলাম কিন্তু কাউকে পেলাম না। স্থানটি আমার কাছে অদ্ভুত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়েছিল যেহেতু গাছপালা একত্রে জড়ো হয়েছিল। আমার কাছে তখন রাত মনে হয়েছিল। হঠাৎ একটি অদ্ভুত স্বর শুনতে পেলাম। আমি শব্দ শুনে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। শব্দটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। শব্দটি ধীরে ধীরে আমার নিকট আসল।

ঐ সময় আমি মনে করলাম শব্দটি কোনো অদ্ভুত প্রাণীর হতে পারে। সুতরাং আমি গাছে চড়তে চেষ্টা করলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গাছটি ভেঙে পড়ল। আমি এতে খুবই মর্মাহত হলাম। তারপর আমি অন্য একটি গাছে চড়ার জন্য তাড়াতাড়ি চেষ্টা করলাম। আমি বারবার পিছল খেয়ে পড়ে যেতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পর আমি সফল হলাম। গাছ থেকে আমি দেখলাম কিছু প্রাণী অদ্ভুত শব্দ করে আমার দিকে আসছে। আমি এই ভেবে উদ্বিগ্ন হলাম যে যদি তারা গাছটি ভেঙে ফেলতে পারে আমি নিচে পড়ে যাব। কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম। আমি কিছু বানরকে গাছের নিকটে দেখলাম এবং চারদিকে তাকাতে দেখলাম।

দুই তিন মিনিট খোঁজার পর কিছু না পেয়ে তারা চলে গেল। আমি স্বস্তিবোধ করলাম। তারপর আমি গাছ থেকে নেমে আসলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি বাইরের দিকে একটি সংকীর্ণ পথ খুঁজে পেলাম। আমি পথ ধরে চলতে লাগলাম এবং আমার সাথীদের খুঁজে পেলাম। যখন তারা আমাকে দেখল, তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরল। অবশেষে আমরা আমাদের বাড়িতে ফিরে আসলাম।

26

অর্থ এবং ক্ষমতার উপর ভালোবাসার বিজয়

একদা একটি নগরে খুব ক্ষমতাশালী একজন লোক ছিল। তার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে সবকিছুই ছিল। সে সবসময় তার অর্থ এবং ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করত। একই নগরে আরেকজন লোক বাস করত যার অর্থ এবং ক্ষমতা কিছুই ছিল না, কিন্তু তার যা ছিল তা হলো সাধারণের জন্য ভালোবাসা যারা তাকে একজন মহৎ মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী বলে ডাকত। একটি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এই দুজনের মধ্যে শত্রুতা শুরু হলো। ক্ষমতাবান লোকটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি নতুন প্রাসাদ তৈরি করতে চেয়েছিল। সে তার সাহায্যকারীর নিকটে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তাদের একজন বলল, "জনাব, আপনার অর্থ এবং ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং উদ্বিগ্ন হবেন না।" তার সহকর্মীরা কাজটি শুরু করল।

অপরদিকে মহৎ লোকটি সাধারণ লোকজনের পানীয় জলের দুর্দশা লাঘব করার জন্য একটি পুকুর খননের কাজ শুরু করল।

প্রাসাদ নির্মাতাগণ শীঘ্রই অনুভব করলেন যে, তাদের শ্রমিকের ঘাটতি পড়ছে মহৎ লোকটির কাজের কারণে। তাই তারা তাদের মালিকের নিকট গেল এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করল। মালিক তাদেরকে বলল, "ভালো, যাও এবং মহৎ লোকটিকে তার কাজ কয়েক মাসের জন্য স্থগিত করতে বল।" ভাড়াটে কর্মীরা মহৎ লোকটির নিকট গেল এবং তাদেরকে তাদের মালিকের উপদেশ সম্পর্কে বলল। মহৎ লোকটি নম্রভাবে তাদেরকে বলল, "দেখুন, এখানে লোকজন তাদের নিজের দুর্দশা লাঘবের জন্য কাজ করে। যদি তারা তোমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দেয়, তুমি ভাড়া করার জন্য অনেক লোক পাবে। আমি পারব না, তোমরা কর্মীদের নিকট যাও।" সুতরাং তারা কর্মীদের নিকট গেল এবং সর্বাত্মকভাবে তাদের রাজি করানোর জন্য চেষ্টা করল কিন্তু তাদের কাউকে বুঝাতে পারল না। "আচ্ছা, আমরা আমাদের মালিকের নিকট ফিরে যাচ্ছি। সে অবশ্যই তোমাকে একটি উচিত শিক্ষা দেবে।"

ভাড়াটে কর্মীরা চলে যাওয়ার সময় মহৎ লোকটি বলল, "হয়তো, তোমার মালিক আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে না।"

অবশ্য যখন তারা তাদের মালিককে সবকিছু বলল, সে এতো আঘাত প্রাপ্ত হলো যে এটি তার স্নায়ুর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করল এবং সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করল। মহৎ লোকটি যা বলেছিল ভাড়াটে কর্মীরা তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। তারা তাদের মাঝে কানাকানি করতে লাগল।

27

সংগ্রামী মহিলা

রাহেলা মুসলিম পরিবারের একটি গ্রাম্য মেয়ে। সে তার এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। সে তার এইচএসসি পরীক্ষা শেষে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে। সে একজন শিক্ষক হতে চায় এবং অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের দেখাশুনা করতে চায়। সে তার রক্ষণশীল পিতামাতাকে নিয়েও উদ্বিগ্ন। তারা অন্যভাবে চিন্তা করে। তারা মনে করে মেয়েদের পড়াশুনা করানোর মানে হচ্ছে সময় এবং অর্থের অপচয়।

ইতোমধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। সে জিপিএ-২ পেয়ে পাস করল। সে আশাহত হয়ে পড়ল এবং পরবর্তী বছরে পরীক্ষা দেবার জন্য ইচ্ছা করল। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে সে অনুমতি প্রদান করল না।

হঠাৎ তার পিতামাতা তাকে একটি বেকার লোকের সাথে বিয়ে দিল। খুব অসুখী মন নিয়ে, রাহেলা তার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করল একটি অল্পবয়স্ক মেয়ের স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে। সেখানে সে অভাব ছাড়া কিছুই দেখল না। রাহেলা নিজেকে, তার শ্বাশুড়িকে এবং তার স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য কাজ করল। যখন তার প্রথম সন্তান জন্ম হলো, তার বয়স ১৯ বছর। আরেকটি সন্তান জন্ম নেওয়ার মানে হলো আরেকজন সদস্য বেড়ে যাওয়া। দুই বছর পর তার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে তার কঠিন দিনগুলো আরো কঠিন হয়ে পড়ল।

তার স্বামী তখনও কোনো কাজ করার ইচ্ছা করত না। সেজন্য তাকে আরো কঠিন পরিশ্রম করতে হতো পাঁচজন সদস্যকে খাওয়ানোর জন্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে শুধুই কাজ করত। যখন তার বয়স ২৪ বছর, সে তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিল।

রাহেলার জন্য দিন আরো কঠিন হয়ে পড়ল। সে আরো বেশি কাজ করতে শুরু করল কিন্তু সে সবাইকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট উপার্জন করতে পারত না। আট বছর অতিক্রান্ত হলো আর রাহেলা তখনও তার এবং তার পরিবারের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। তারপর সে গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে জানতে পারল। সে ব্যাংকের একজন সদস্য হলো, ঋণ নিল এবং ধান মাড়াইয়ের ব্যবসা শুরু করল। ক্রমান্বয়ে সে তার অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হলো। সে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করল। ব্যাংক তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো। এটি তাকে আরো বড় অঙ্কের ঋণ প্রদান করল এবং সে তার ধান মাড়াই ব্যবসার পাশাপাশি মনিহারি দোকানের ব্যবসা শুরু করল।

কয়েক বছরের মধ্যে রাহেলার কষ্টের দিনগুলো কেটে গেল। সে আর্থিক স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা এবং সুখ ফিরে পেল।

28 বিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন

যখন আমার বয়স পাঁচ, আমার বাবা আমাকে আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি বিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি আমার বাবাকে অনুসরণ করে একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম সেখানে আমি একজন বড় টাক মাথাওয়ালা লোক দেখলাম। তিনি আমার বাবাকে দেখে খুশি হলেন কিন্তু আমি ভয় পেলাম যখন টাক মাথাওয়ালা লোকটি আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি খুব লজ্জাবোধ করলাম। তারপর অপরিচিত লোকটি আমাদেরকে বসার জন্য বলল। আমরা বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি বুঝতে পালাম যে তিনি ছিলেন আমার প্রথম এবং নতুন বিদ্যালয়ের প্রধান শি ক। তারপর তিনি আমাকে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন আর আমি ভালোভাবে এগুলোর সব কয়টির উত্তর দিলাম। প্রধান শিক্ষক আমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হলেন। এরপর আমি দেখলাম যে তিনি প্রকৃতপক্ষে খুব চমৎকার একজন মানুষ। বাইরে থেকে তাকে খুব গম্ভীর মনে হয় কিন্তু আসলে তিনি খুব দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল একজন মানুষ।

পরবর্তীতে তিনি প্রথম শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষককে ডাকলেন এবং তাকে বললেন আমাকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করার জন্য। আমার শ্রেণিশিক্ষক ছিলেন খুব চমৎকার এবং বন্ধুসুলভ মহিলা। হঠাৎ প্রথম পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে উঠল এবং আমি আমার স্কুল জীবনের প্রথম শ্রেণিতে প্রবেশ করলাম। শ্রেণিশিক্ষক আমাকে প্রথম শ্রেণিতে নিয়ে গেলেন। ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রীরা আমাকে স্বাগত জানাল। আমি সেখানে কাউকে চিনতাম না। এইবার আমি খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি স্বস্তি বোধ করলাম এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললাম।

যখন আমাদের শ্রেণিশিক্ষক আমার নাম ডাকলেন, আমি এতো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে আমি বুঝতে পালাম না আমাকে কী করতে হবে। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন এবং আমাকে আমার নাম এবং আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি উত্তর দিলাম এবং এরপর তিনি আমাকে শ্রেণিতে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম পিরিয়ড অতিবাহিত হলো পরিচয় পর্ব এবং আনন্দ করার মধ্য দিয়ে। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল এবং পিরিয়ডটি শেষ হলো। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সহপাঠীদের সাথে যোগ দিলাম এবং চিৎকার ও আনন্দ করতে লাগলাম।

এটি ছিল আমার বিদ্যালয়ের প্রথম দিন এবং আমার জীবনে এটি খুব আনন্দের একটি দিন ছিল। এখনো আমি আমার শৈশবের এই দিনটি ভুলতে পারি না।

29 তোষামোদে প্রভাবিত হওয়ার ফল

বিশ বছর আগে আমি একটি অ্যাপার্টমেন্টে বাস করছিলাম যেখানের জানালা দিয়ে একটি সমাধিক্ষেত্র দেখা যেত। আমি কোনোমতে দিন এনে দিন খেয়ে বেঁচে ছিলাম। ঐ সময় একজন ভদ্রমহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত আমার একটি লেখার প্রশংসা করে আমাকে একটি চিঠি লিখে পাঠায়। এটা আমাকে এতো আনন্দিত করে যে আমি তাকে একটি ধন্যবাদ পত্র লিখে পাঠাই। দ্রুতই তিনি আমাকে তার দ্বিতীয় চিঠিটি লিখে পাঠান যে তিনি আমার শহর দিয়েই যাবেন এবং তাই তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান। চিঠিতে তিনি লিখেন যে তিনি শুধুমাত্র পরবর্তী শুক্রবারেই অবসর থাকবেন। তিনি আরও জানতে চান আমি কি তার জন্য হোটেল এবি ইন্টারন্যাশনালে ছোট একটি লাঞ্চের আয়োজন করবো কি না।

সত্যি কথা বলতে, হোটেল এবি ইন্টারন্যাশনাল খুব ব্যয়বহুল হোটেল। শুধুমাত্র ধনীরাই সেখানে যায়। আমি কখনোই সেখানে যাওয়ার চিন্তা করিনি। কিন্তু একজন মহিলাকে না বলার মতো বয়স আমার ছিল না। তাই তাকে হোটেল এবি ইন্টারন্যাশনালে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখি। আমি চিন্তা করি যে আমি যদি পরবর্তী দুই সপ্তাহের জন্য সকালের নাস্তা বন্ধ করে দেই তাহলে আমি বেশ ভালো মতোই চালিয়ে নিতে পারবো। আসলে আমার কাছে মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র ৪,০০০ টাকা ছিল। আমি চিন্তা করলাম একটা মাঝারি ধরনের লাঞ্চ ১০০০ টাকার বেশি হবে না।

নির্ধারিত দিনে, আমি হোটেলে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তেমন আকর্ষণীয় এবং তরুণী ছিলেন না যেমনটা আমি ভেবেছিলাম। বাস্তবে তিনি ছিলেন প্রায় ৪০ বছর বয়সী একজন মহিলা। আমার জন্য এটি ছিল প্রথম ধাক্কা। কিন্তু আমার জন্য কঠিনতম বাস্তবতাটি তখনও আসেনি। আমার মহিলা অতিথি নিজেই খাবারের তালিকা থেকে খাবার পছন্দ করতে চাইল এবং তিনি একটার পর একটা দামি খাবার পছন্দ করতে থাকলেন। আমি ভীষণভাবে উদ্বেগ অনুভব করলাম। আমি সন্দিহান ছিলাম যে আমার কাছে মূল্য পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকবে কিনা। আমার মানসিক যন্ত্রণা আমাকে কোনো খাবার খেতে বাধা দিল। আমি শুধুমাত্র একটি কোমল পানীয় নিলাম। অবশেষে তিনি তার খাওয়া শেষ করলেন। হোটেলের পরিচারক মূল্য তালিকা নিয়ে এলো। ৩,৯৫০ টাকা।

আমি মূল্য পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট ৫০ টাকা বকশিস হিসেবে পরিচারককে দিলাম। যখন আমি হোটেল ত্যাগ করি, আমার সামনে তখন পুরো মাস ছিল। আমার পকেটে একটি টাকাও আর অবশিষ্ট ছিল না। আমি বোকার মতো তোষামোদের শিকার হয়ে তার মূল্য দিয়েছিলাম।

30 এক স্বার্থপর দৈত্য

একদা এক স্বার্থপর দৈত্য ছিল যার একটি বিরাট এবং সুন্দর বাগান ছিল। বাগানটি নরম সবুজ ঘাসে ভরা ছিল। ঘাসের উপর এখানে ওখানে তারার মতো রঙিন ফুল ছিল। বাগানটি ছিল সুন্দর সুন্দর শিশুদের খেলার মাঠ। সেখানে অনেক গাছ ছিল এবং পাখিরা সেই সব গাছে বসে মিষ্টি গান গাইতো। একদিন যখন দৈত্য ফিরে এলো সে তার বাগানে শিশুদেরকে দেখতে পেল। সে ক্ষুী হলো এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিল। সে বাগানের চারদিকে উঁচু দেয়াল নির্মাণ করল।

শিশুরা বাগানে আসা বন্ধ করার পরে, বাগানটি তার সৌন্দর্য হারালো। এটি তুষার এবং কুয়াশায় ঢাকা পড়ল। কোনো পাখি সেখানে গাইতে আসতো না। সবখানেই বসন্ত ছিল কিন্তু দৈত্যের বাগানে তখনও শীতকাল ছিল।

এক সকালে দেওয়ালের ছোট একটি গর্ত দিয়ে শিশুরা বাগানে প্রবেশ করল এবং অবশেষে বাগানে শিশুদের দেখে বসন্ত এলো তার আনন্দ প্রকাশ করতে। দৈত্য বাগানে শিশুদের এবং বাগানের পরিবেশ দেখলো। সে বুঝতে পারলো যে সে স্বার্থপর ছিল এবং দুঃখ অনুভব করল। গাছগুলো ফুলে ফুলে ঢাকা ছিল। কিন্তু দৈত্য লক্ষ করল যে বাগানের এক কোণায় তখনও তুষার ছিল কারণ একটি ছোট শিশু একটি গাছে উঠতে পারেনি। দৈত্য শিশুটিকে সাহায্য করে এবং শিশুটিকে গাছের শীর্ষে উঠিয়ে দেয়। কিন্তু তারপর থেকে শিশুটি বাগানে আসা বন্ধ করে দেয় এবং দৈত্যের মন খারাপ হয়। দৈত্যটি বৃদ্ধ হলো এবং একদিন এক সকালে ফুলে ফুলে ভরা এক গাছের পাশে শিশুটিকে আবার দেখতে পায়। শিশুটি ছিল যিশু খ্রিষ্ট যে দৈত্যটিকে স্বর্গে নিয়ে যায়।

31

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

একদা দুই বন্ধু ভ্রমণ করতে গেল। তাদেরকে একটি বনের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যখন তারা জঙ্গলের মধ্যে আসলো, তারা মাটিতে একটি ব্যাগ পেল। ব্যাগটি মূল্যবান অলংকার এবং স্বর্ণ মুদ্রায় ভরা ছিল। সম্ভবত ব্যাগটি ডাকাতদের ছিল।

দুই বন্ধু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গেল। তারা ব্যাগটি একটি গোপন জায়গায় নিয়ে রাখলো। তারা ব্যাগটি নিয়ে অনেক চিন্তা এবং পরিকল্পনা করল। অবশেষে তার ব্যাগটি নিজেদের মধ্যে সমান দুইভাগে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবলো এই ব্যাগের সহায়তায় তারা খুব শীঘ্রই ধনী হয়ে যাবে।

এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল কিন্তু কিছু বোঝাপড়া শেষে তা মিটে গেল। ইতোমধ্যে তারা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত অনুভব করল। আলোচনা শেষে এক বন্ধু নিকটবর্তী বাজারে গেল কিছু খাবার কিনতে। যখন সে খাবার কিনতে গেল তখন আরেক বন্ধু তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল যাতে সে সমস্ত সম্পদটুকু পেতে পারে এবং দ্রুত ধনী হতে পারে।

অপরদিকে, অন্য বন্ধু খাবারে বিষ মিশিয়ে তার বন্ধুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। যদি সে তা করতে পারে, তাহলে সে খুব দ্রুত ধনী হয়ে যাবে। তাই সে ক্রয়কৃত খাবারে বিষ মেশালো এবং ফিরে এলো।

সে ফিরে আসতে আসতেই, আরেক বন্ধু তাকে হত্যা করল। হত্যা করার পর সে খুব খুশি হলো এবং যা খাবার বাজার থেকে কেনা হয়েছিল তা খেতে বসলো। কিন্তু হায়! খাবারটি ছিল বিষাক্ত। খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল এবং মারা গেল। এখন মূল্যবান অলংকার এবং স্বর্ণ মুদ্রায় ভরা ব্যাগটি মাটিতেই পড়ে থাকলো যেমনটি আগে ছিল।

32

একজন দয়ালু ব্যক্তির দায়িত্ব

জনাব রহমান একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সাধারণত প্রতিদিন সকালে তিনি হাঁটতে বের হন। একদিন সকালে হাঁটার সময় তিনি রাস্তার পাশে একটি লোককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটির কাছে গেলেন। জনাব রহমান লোকটিকে সহজেই চিনতে পারলেন। তিনি ছিলেন তার একজন প্রতিবেশী জনাব সামাদ। তিনি যা দেখলেন তা ছিল ভয়ংকর। পড়ে থাকা লোকটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। তিনি রিক্সা থেকে পড়ে যান এবং তার পা ভেঙে যায়। জনাব সামাদ মারাত্মকভাবে আহত হন এবং উঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ হন। জনাব রহমান একজন পথিককে একটি টেক্সি ক্যাব ভাড়া করে দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা একটি টেক্সি ক্যাব পেয়ে যান এবং জনাব রহমান তার প্রতিবেশীকে এতে উঠান। তিনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করান। পরবর্তীতে তিনি জনাব সামাদের পরিবারের সদস্যদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানিয়ে ফোন করেন। তারা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছান। জনাব রহমান তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং সান্ত্বনার সাথে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে জনাব সামাদ সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি এবং তার পরিবার জনাব রহমানের প্রতি তার দয়া ও দায়িত্বশীলতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

33

ভাগ্যবান রিক্সাচালক

কাশেম ঢাকার একজন দরিদ্র রিক্সাচালক। সে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় রিক্সা চালিয়ে বেড়ায়। একদিন সে কিছু লোকদেরকে পথিকদের প্রলোভন দেখিয়ে লটারি টিকিট বিক্রি করতে দেখল। কাশেম প্রলুব্ধ হল এবং একটি টিকিট কিনল। সে ড্র-এর তারিখ জানত। সে দিনটির জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিল।

তারপর দীর্ঘ অপেক্ষার দিনটি এল এবং সে একটি দৈনিক পত্রিকা কিনল। যেহেতু সে ছোটবেলায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, সে সামান্য পড়তে এবং লিখতে পারত। যে পাতায় লটারির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল সে সেই পাতাটি খুঁজতে আরম্ভ করল। সে উত্তেজনার সাথে তার টিকিটের নম্বরটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। তার কাছে এটা অনেক বড় একটা বিস্ময় ছিল যখন সে তার নম্বরটি তালিকার শীর্ষে দেখতে পেল। কাশেম লটারির প্রথম পুরস্কার জিতেছে। সে এত উত্তেজিত ছিল যে সে আনন্দে কেঁদে ফেলল। কিন্তু কিভাবে সে টাকাটা পাবে এই ভেবে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

কাশেম তার এক প্রতিবেশী যিনি ছিলেন শিক্ষক, তার সঙ্গে যোগাযোগ করল। শিক্ষক তাকে সমস্ত সহায়তার আশ্বাস দিলেন। তিনি কাশেমকে নিকটবর্তী থানায় নিয়ে গেলেন এবং তাদের নিরাপত্তা চাইলেন। তারপর তারা লটারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। কর্তৃপক্ষ টিকিটটি পর্যবেক্ষণ করলেন এবং প্রথম পুরস্কার হিসেবে পঁচিশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করলেন। কাশেম পুলিশি নিরাপত্তায় বাড়ি ফিরে এল। কাশেমের আনন্দের সীমা ছিল না। কাশেম আত্মকর্মসংস্থাপনের জন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নিল। সে তার গ্রামে ফিরে গেল এবং একটি হাঁস-মুরগির খামার শুরু করল। সে তার পোলট্রি ব্যবসার পাশাপাশি একটি মনিহারি দোকানও শুরু করল। সে অবশিষ্ট টাকা একটি ব্যাংকে জমা রাখল। কাশেমের খারাপ দিনগুলো এখন চলে গেছে এবং সে এখন স্বচ্ছল এবং স্বাবলম্বী।

34

একজন দায়িত্বশীল ও দয়ালু বালক

একদা আহসানুল্লাহ নামের এক বালক স্কুল ছুটির পর বাড়ি যাচ্ছিল। যখন সে রাস্তা পার হচ্ছিল, তখন সে রাস্তার উপর একজন বৃদ্ধ মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখল। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলেন। সে দ্রুত ঘটনাস্থলে গেল। সে অসুস্থ মহিলাকে চিনতে পারল। তিনি ছিলেন করিমের নানী। আহসানুলাহ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল কীভাবে হতভাগ্য মহিলাকে সাহায্য করা যায়। ইতোমধ্যে, সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। আহসানুল্লাহ একজন মহিলাকে তাকে (মহিলাকে) দেখাশুনা করতে বলল। সে দ্রুত একটি পরিবহনের ব্যবস্থা করতে গেল।

মহিলাটি তার (করিমের নানীর) জ্ঞান ফেরানোর জন্য মাথায় পানি ঢালছিল। আহসানুল্লাহ একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে আসল। অন্যান্য লোকের সাহায্যে সে তাকে (বৃদ্ধ মহিলাকে) গাড়িতে উঠাল। তারপর সে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিল। পরবর্তীতে সে করিমের নানীর দুর্ঘটনার সংবাদ দেয়ার জন্য তার (করিমের) বাড়িতে গেল। করিমের পিতামাতা আহসানুল্লাহর সাথে হাসপাতালে গেল। তারা আহসানুল্লাহর এরূপ দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। করিমের নানী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল এবং আল্লাহর দরবারে আহসানুল্লাহর জন্য মঙ্গল কামনা করল।

35 **দায়িত্বশীল ছেলে**

একদিন কিছু ছেলে স্কুল মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। হঠাৎ তারা নিকটে একটি শোরগোল শুনতে পেল। ছেলেগুলো তখন খেলা বন্ধ করল এবং তারা ঘটনাস্থলে গেল। তারা সামনে এগিয়ে একটি বাড়িতে আগুন দেখতে পেল।

তৎক্ষণাৎ তারা ধ্বংসাত্মক আগুন নিভানোর জন্য কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা সকলে আগুন! আগুন! সাহায্য কর! বলে চিৎকার করছিল। ছেলেগুলো আগুন নেভানোর জন্য লোকজন জড়ো করার চেষ্টা করছিল। তারা পানি আনার জন্য নিকটবর্তি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কলস, বালতি ও কিছু পাত্র সংগ্রহ করল। তারা দ্রুত নিকটবর্তী পুকুর ও নদীর দিকে গেল।

আগুন নেভানোর জন্য তারা পর্যায়ক্রমে পানি ঢালছিল। এই ধ্বংসযজ্ঞে মুহূর্তের মধ্যে দু'টি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গিয়েছিল। অন্য তিনটি বাড়ি পুড়ে কিছুটা তিগ্ন্ত হয়েছিল। তরুণ যুবকের পাশাপাশি প্রাপ্ত বয়স্করা আগুন নেভানো ও বাড়ির বাসিন্দাদের উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছিল। উপস্থিত প্রত্যেক মানুষই তরুণ যুবকদের দায়িত্বশীল কর্মকান্ডের জন্য অভিবাদন জানাল।

36 **রুটি/কেক ভাগ করা**

একদা একটি বাড়িতে দুইটি বিড়াল বাস করত/থাকত। তারা একে অপরের খুব অন্তরঙ্গ ছিল। একদিন তারা দুজনে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে এক টুকরা কেক চুরি করল। তাদের প্রত্যেকেই কেকের বড় টুকরাটি দাবি করছিল। তাদের কেউ আপোসে মীমাংসা করতে পারল না। তাই তারা ন্যায় বিচারের জন্য বানরের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বানরটি তাদেরকে সমান ভাগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিল। সমান ভাগ করার জন্য সে একটি দাঁড়িপাল্লা আনল।

প্রথমত, সে কেকটিকে দুইটি ভাগ করল এবং স্কেলের (পাল্লা) উপর রাখল। সমান করার জন্য বড় অংশটিকে সে খেয়ে ছোট করল। এইবার বড় অংশটি খুব ছোট এবং ছোট অংশটি খুব বড় হয়ে গেল। বানরটি ধারাবাহিকভাবে তার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, কেকের টুকরাটি খুব ছোট হয়ে গেল। বিড়াল দুইটি এ ঘটনা দেখে খুবই হতাশ হল। তারা বানরটিকে তার কাজ বন্ধ করতে এবং তাদের বাকি কেক ফেরত দিতে বলল। কিন্তু বানর ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানাল। সে দাবি করল যে অবশিষ্ট কেকের টুকরাটি ছিল তার পারিশ্রমিক। বিড়াল দুইটি তাদের ভুল বুঝতে পারল এবং কেকের জন্য অনুশোচনা করতে লাগল। তারা কখনও এরকম ভুল না করার এবং সমঝোতা বজায় রেখে চলার প্রতিজ্ঞা করল।

37 **লেজকাটা শেয়াল**

এক জঙ্গলে খুব চালাক এক শেয়াল বাস করত। একদিন যখন সে এক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, একটা ফাঁদে পড়ে তার লেজ কাটা গেল। লেজ ছাড়া তাকে খুব অদ্ভুত লাগছিল। আর তাই সে লজ্জায় পড়ল। সে খুব অসুখী ও বিষণ্ন বোধ করল।

কিন্তু শেয়ালটি ছিল খুব ধূর্ত। সে চিন্তা করেই যাচ্ছিল। অবশেষে, একটা চিন্তা তার মাথায় ঢুকল। সে তার সকল প্রতিবেশী শেয়ালকে একটা গাছের নিচে একটি সভায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। সকলেই সময় মতো আসল এবং আসন গ্রহণ করল।

তারপর লেজকাটা শেয়ালটি বলল, "বন্ধুরা, দয়া করে আমার কথা শোন। আমি একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি। এটা এই যে, আমাদের লেজগুলো সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। সেগুলো খুব অদ্ভুত ও কুৎসিত দেখায়। অধিকন্তু, সেগুলো সর্বদাই নোংরা। তাই, আমাদের সবার উচিত লেজ কেটে ফেলা, তাই নয় কি?"

সব শেয়াল আগ্রহ সহকারে ধূর্ত শেয়ালের কথা শুনল। তাদের অধিকাংশই লেজ কাটতে সম্মত হল। তারা ধূর্ত শেয়ালের কথা বিশ্বাস করল যে লেজ কেটে ফেললে তাদের সুন্দর দেখাবে। তাই তারা লেজ কাটতে প্রায় উদ্যত হল।

যা হোক, সভায় একটি বয়স্ক ও জ্ঞানী শেয়াল উপস্থিত ছিল। সে লেজকাটা শেয়ালটির কথা শুনছিল। সে তাকে বলল, "আমার বন্ধু, তোমার পরিকল্পনা সুন্দর, কিন্তু খুব খারাপ। প্রকৃতপক্ষে, তুমি চাও আমাদের নিজ নিজ লেজ কেটে ফেলি কারণ তুমি তোমার লেজ হারিয়ে ফেলেছ।"

একথা শুনে, অন্য সব শেয়াল ধূর্ত শেয়ালের কুমতলব বুঝতে পারল। তারা সবাই চিৎকার করে উঠল ও তাকে তাড়া করল। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে ধূর্ত শেয়াল দ্রুত দৌড়ে পালাল ও তার প্রাণ বাঁচাল।

38 **আঙ্গুর ফল টক**

এক গ্রামের পাশে একটি ঘন নিবিড় বন ছিল। অনেক প্রাণীর মধ্যে সেখানে খেঁকশিয়ালও বাস করত। সব প্রাণীর মধ্যে একটি খেঁকশিয়াল ছিল খুব ধূর্ত। সে এত চালাক ছিল যে যেকোনো পরিস্থিতির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারত। গ্রামের কৃষকেরা এ খেঁকশিয়াল সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল, কারণ সে (খেঁকশিয়াল) সর্বদাই তাদের (কৃষকের) মোরগ ও মুরগি চুরি করতে পারে।

গ্রীষ্মের এক উত্তপ্ত দিনে, খেঁকশিয়ালটি বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সে খুব তৃষ্ণার্ত ছিল এবং পানি খুঁজছিল। কিন্তু সে পানির কোনো উৎস খুঁজে পেল না। হঠাৎ সে মাটি থেকে অনেক উপর এক থোকা পাকা রসালো আঙ্গুর দেখতে পেল। খেঁকশিয়ালটি বারবার উপরের দিকে লাফ দিচ্ছিল কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হল। তারপর আবার শুরু করল।

সে আরও ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হল। সে দুর্বলতা অনুভব করল। সে এটা খেতে না পেরে নিরানন্দ বোধ করল। খেঁকশিয়ালটি সুস্বাদু আঙ্গুরের স্বাদ নেওয়ার ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারল না। ধূর্ত শিয়ালটি তখন নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে, "আঙ্গুর ফল টক এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।"

39 **আলস্য দুঃখ আনে**

জামাল একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থী। সে তার পাঠে মনোযোগী নয় বিশেষত ইংরেজিতে কারণ সে ইংরেজিতে খুব দুর্বল। তাছাড়া সে খুব অলস। তাই ইংরেজিতে তার প্রস্তুতি খুব একটা ভালো নয়। পরীক্ষার এক মাস আগে সে একটি সাজেশন যোগাড় করে। তাতে কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন ছিল। পরীক্ষা প্রায় আসন্ন/দ্বার প্রান্তে। পরীক্ষার জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে জামালের হাতে খুব কম সময় ছিল। তাই সে সাজেশনে পাওয়া প্রশ্ন মুখস্থ করা শুরু করল। অবশেষে, পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত দিন আসল। জামাল ভীত সন্ত্রস্তচিত্তে পরীক্ষার হলে ঢুকল। পরীক্ষা শুরু হল। জামাল তার প্রশ্নপত্র হাতে পেল। অধিকাংশ প্রশ্ন তার অপরিচিত মনে হল এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিল না।

সে বিচলিতবোধ করল এবং তার হাত কাঁপছিল। এমনকি সে যেগুলো ভালো করে শিখেছিল সেগুলোর উত্তরও ভালোভাবে দিতে ব্যর্থ হল। ঘণ্টা বাজল। জামালের তখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর লেখা বাকি ছিল। সে হতাশার সঙ্গে হল ত্যাগ করল। কয়েক মাস পর ফলাফল প্রকাশিত হল। অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব ভালো ফলাফল করেছিল। কিন্তু জামাল তার রোল নং 'F' তালিকায় পেল। সে উদ্বিগ্ন ছিল। তারপর সে শপথ করল যে সে ভবিষ্যতে আর কখনো পড়াশোনায় অবহেলা করবে না। সে তার পড়াশোনায় মনোযোগী ও নিয়মানুবর্তী হবে।

40

এক গৃহকর্মীর দুর্ভাগ্য

এক গরিব মেয়ে, খাদিজা এক ধনী লোকের বাড়িতে কাজ করত। গৃহকর্তা ছিলেন দয়ালু কিন্তু তার স্ত্রী ছিল নিষ্ঠুর। সে প্রায়ই তাকে ভর্ৎসনা করত। একদিন চা পরিবেশন করার সময়, খাদিজা একটি কাপ ভেঙে ফেলে। গৃহকর্ত্রী এতে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। সে দৌড়ে তার কাছে যায় এবং তাকে প্রহার করতে আরম্ভ করে। গরিব খাদিজার নিরবে আঘাতগুলো সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। শীঘ্রই তার গাল গড়িয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। কিন্তু সে একটি শব্দও করেনি। কিন্তু গৃহকর্ত্রী তার চোখে অশ্রু দেখে আরোও রাগান্বিত হয়। সে তাকে মারাত্মকভাবে ধাক্কা দেয় এবং খাদিজা মেঝেতে পড়ে যায়। যখন সে উঠে তখন তার কপাল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। এর মধ্যে গৃহকর্তা বাসায় ফিরেন। তিনি সবকিছু দেখেন এবং কি ঘটেছে তা শুনেন। তিনি খুব রাগ করেন যখন তিনি খাদিজার কপালে রক্ত দেখেন। তিনি তার স্ত্রীকে তিরস্কার করেন এবং বলেন, "সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ যে আমরা ধনী। কিন্তু তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ যে আমরা যদি খাদিজার মতো গরিব হতাম এবং যদি আমাদের মেয়েকে কারো বাড়িতে কাজ করতে হতো? একজন মা হিসেবে তুমি কেমন অনুভব করতে যদি সেই গৃহকর্ত্রী তাকে এইভাবে প্রহার করত?"

গৃহকর্ত্রী তার কাজের জন্য লজ্জা বোধ করল। সে তার ভুল বুঝলো এবং তার স্বামী ও খাদিজার কাছে ক্ষমা চাইলো। সে তার ক্ষত পরিষ্কার করে তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং তাকে নতুন পোশাক কিনে দেয়।

সে কথা দেয় যে সে আর কখনোই খাদিজার সাথে খারাপ আচরণ করবে না এবং সেদিন থেকে সে তার প্রতি খুব দয়াশীল হয়।

41

সোনালী পরশ

একদা মিডাস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব ধনী ছিলেন এবং তিনি অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে স্বর্ণ বেশি ভালোবাসতেন। তার বিশাল একটি রাজ্য এবং সুন্দর একটি মেয়ে ছিল। কিন্তু তিনি সুখী ছিলেন না কারণ তার যে রাশি রাশি স্বর্ণ ছিল তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সব সময় একটি সোনালী পরশের আশা করতেন। এক ইচ্ছাপূরণের দেবতা তার সোনালী স্পর্শকে অনুমোদন দেন।

এক সকালে, তিনি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেন। তিনি সব সময়ের মতো বাগানে হাঁটা শুরু করেন। তিনি বাগানের একটি সাদা গোলাপকে স্পর্শ করেন এবং দেখেন এটি স্বর্ণে পরিণত হয়েছে। তিনি বিস্মিত হন। এটি তার কাছে খুব আনন্দদায়ক ছিল। ঠিক ঐ সময় তার একমাত্র মেয়ে বাগানে প্রবেশ করে। তিনি তার আনন্দ তার সাথে ভাগাভাগি করে নিতে তাকে কোলে তুলে নেন। কিন্তু তাকে স্পর্শ করা মাত্রই সে স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়। তিনি এতে খুব মর্মাহত হন। তিনি তার মেয়ে হারানোর ব্যথা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের কাছে এই ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি তার জীবন ফিরে পায়। এরপর রাজা খুব খুশি হন।

42

গুপ্ত ধন

একদা এক বৃদ্ধ কৃষক বাস করতেন। তার দুই সন্তান ছিল। তারা ছিল শক্তিশালী কিন্তু অলস। তারা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকতো। তারা তাদের বৃদ্ধ বাবাকে চাষাবাদে অথবা সেঁচের কাজে সাহায্য করতো না। তার মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তিনি তার সন্তানদের বলেন, "ছেলেরা, আমার একটি গোপনীয়তা আছে, আমি সবসময় তোমাদের কাছ থেকে এটা গোপন করেছি। আমি তোমাদের বলতে ভয় পেয়েছি পাছে তোমরা আমার মাঠে লুকানো টাকাগুলো নষ্ট করে ফেল। কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্বে, এখন তোমাদের আমাকে সত্যটা বলতে হবে।" বাবার মৃত্যুর পরপরই সন্তানরা আলোচনা করে : "বাবা বলেছে যে মাঠে সম্পদ আছে। যদি আমরা মাঠটি খনন করি তাহলে আমরা তা পেতে পারি। খুব সম্ভবত সম্পদ ঘরের কাছাকাছিই আছে যাতে ডাকাতরা তা নিতে না পারে। চলো, আমাদের কাজ শুরু করি।" দুই সন্তান তাদের কোদালগুলো নেয় এবং তাদের ক্ষেত খনন করতে শুরু করে। তারা কঠোরভাবে খনন করে কিন্তু কোনো সম্পদ খুঁজে পায় না। তাই তারা কাজ ছেড়ে দিল এবং রাগে তারা পাশে রাখা তরমুজের বীজ ক্ষেতে ছুঁড়ে ফেলে। মাঠটি এতো ভালো করে খনন করা হয়েছিল যে, বড় এবং রসালো তরমুজ জন্মালো। ছেলেরা তরমুজগুলো সংগ্রহ করল এবং বাজারে বিক্রি করল। তরমুজ বিক্রি করে তারা অনেক টাকা উপার্জন করল।

ছেলেরা বুঝতে পারলো যে তরমুজগুলো ছিল সম্পদ। ঐ দিন থেকে তারা কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করল।

43

হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা

অনেক দিন আগে জার্মানির হ্যামেলিন শহর এক বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এটি ইঁদুরে ভরে গিয়েছিল। ইঁদুরগুলো এতো বড় আর হিংস্র ছিল যে এগুলো কুকুড়ের সাথে মারামারি করতো, বিড়ালদের মেরে ফেলতো এবং দোলনায় থাকা শিশুদের কামড়াতো। মানুষ ইঁদুরের আক্রমণ থেকে নিজেদের এবং তাদের জিনিসপত্র রক্ষার জন্য এমন কিছু নেই যা তারা করেনি কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। তাই তারা দলে দলে শহরটি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো।

শহরটির মেয়র উপদেষ্টা এবং গুরুত্বপূর্ণ লোকদের নিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য এক সভার আয়োজন করেন। সভাটি কোনো সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। ঐ সময় সভার মধ্যে একটি রঙ্গিন বাঁশি হাতে নিয়ে এক অদ্ভুত লোকের আবির্ভাব হয়। সে ঘোষণা দেয় যে সে শহর থেকে ইঁদুরগুলোকে তাড়াবে। সে এই কাজের জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দাবি করে। মেয়র তার দাবি মেনে নেয়। তারপর অদ্ভুত লোকটি রাস্তায় নেমে পড়ে। সে তার বাঁশি বাজাতে শুরু করে। বাঁশির শব্দ শুনে হাজার হাজার ইঁদুর রাস্তায় লাফিয়ে পড়তে শুরু করে। লোকটি হাঁটতে শুরু করল এবং ইঁদুরগুলো তার পিছে পিছে যাচ্ছিলো। সে হঠাৎ নদীর ধারে থেমে গেলো। ইঁদুরগুলো নদীর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সব ডুবে গেলো।

সে মেয়রের কাছে গেলো এবং তার প্রত্যাশিত অর্থ দাবী করল। কিন্তু মেয়র তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে অস্বীকৃতি জানালো। রাগান্বিত হয়ে বাঁশিওয়ালা রাস্তায় নেমে পড়লো এবং অন্য আরেকটি সুর বাজাতে লাগলো। বাঁশির সুর শুনে শিশুরা হেসে, দৌড়ে এবং নেচে চলে আসলো।

পিতামাতারা সব হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা ভেবেছিল যে বাঁশিওয়ালা কখনোই পাহাড় পাড় হতে পাড়বে না। যখন বাঁশিওয়ালা শিশুদেরসহ পাহাড়ে পৌঁছালো, তখন এটি খুলে গেলো এবং সে শিশুদের নিয়ে এর ভিতর ঢুকে গেলো। তারপর পাহাড়টি বন্ধ হয়ে গেলো এবং তাদের আর কখনো দেখা যায়নি।

44

রাজা ও জ্যোতিষী

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার প্রিয় কাজ ছিল জ্যোতিষীদের কাছ থেকে তার ভবিষ্যৎ জানা। একদিন তার দেশে একজন বুদ্ধিমান জ্যোতিষী এলেন। তার কথা শুনে রাজা তাকে ডাকলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "শুনেছি তুমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও। কথাটি কি সত্যি?" জ্যোতিষী উত্তরে বললেন, "কেউ কি আছে যে পারে, মহারাজ? আমি শুধু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বলি, ভবিষ্যৎ তো সর্বশক্তিমানের হাতে। কিন্তু মহারাজ, আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে এ বছরের ভেতর আপনি বিপদে না পড়েন।" রাজা তার প্রাসাদে ফিরে গেলেন। তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। কী বিপদ আসছে? জ্যোতিষী তার ভাগ্যে কী দেখলেন? রাজা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুই তাকে আর সন্তুষ্ট করল না। তিনি দরবার কক্ষে যাওয়া ছেড়ে

দিলেন। তার প্রাসাদগুলোর একটির চূড়ায় তিনি নিজেকে বন্দি করে রাখলেন। তিনি চেয়ারে বসে জানালাগুলোর একটি দিয়ে বাইরে তাকালেন। তিনি সবকিছু ভুলে গেলেন। দিনগুলো কেটে সপ্তাহ, সপ্তাহ কেটে মাস পেরিয়ে গেল। পুরো রাজ্য ভেস্তে গেল। প্রতিবেশী রাজারা তার রাজ্যের বিরাট অংশ দখল করে নিল। প্রাসাদে ক্ষয় দেখা দিল। কৃষকরা পালাচ্ছিল। তার রাজত্ব ভেঙে পড়ল। তারপর এক বছর কেটে গেল। রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি আবার জ্যোতিষীর কাছে গেলেন। রাজা বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছিলেন, ওহে জ্ঞানী ঋষি! আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।" জ্যোতিষী বললেন, "আপনি নির্বোধ, আপনি আমার কথার শেষ অংশটি মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন কিন্তু আগের অংশটুকু মনে রাখাকে গুরুত্ব দেননি। আপনার বিশ্বাসই আপনার সর্বনাশের কারণ।"

45 ছোট বালকের সাহস

একদিন একটি ছেলে স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে ধোঁয়া দেখতে পেল। এটা একটি বাড়ি থেকে আসছিল। সে সেই বাড়ির ভেতরে ঢুকল। সে দেখল যে বাড়িটিতে আগুন লেগেছে। আগুনের কাছে আর কেউ ছিল না। মাত্র কয়েকজন মহিলা এদিক-সেদিক ছুটছিল। তারা করুণ স্বরে কাঁদছিল। বালকটি ভাবল যে ঘরের ভিতরে কেউ থাকতে পারে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি কারণ আগুন এর ডানা ছড়িয়েছিল।

বালকটি কিছুক্ষণ ভাবল। হঠাৎ সে যে ঘরে আগুন লেগেছিল সেটির দিকে ছুটে গেল। এসব কাজকর্ম দেখে মহিলারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। বালকটি মেঝেতে বসে একটি শিশুকে কাঁদতে দেখল। আগুন শিশুটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। শিশুটির জীবন বাঁচানোর জন্য বালকটির হাতে খুব কম সময়ই ছিল। নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবেই বালকটি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তারপর সে ভিড় করা মহিলাদের হাতে শিশুটিকে তুলে দিল। শিশুটির মা সজোরে কাঁদছিলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে নিয়ে ক্রমাগত চুমু খেতে লাগলেন। বালকটি সামান্য আহত হয়েছিল। তার বাম হাত আর ডান পা একটু পুড়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে সেই স্থানে বহু লোকের জমায়েত হলো। তারা এক তরুণ বালকের সাহসিকতা দেখলো। তারা তার মহৎ ও সাহসী কাজের প্রশংসা করছিল কারণ সে তার নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটির জীবন বাঁচিয়েছিল।

46 মানুষ একা বাঁচতে পারে না

বহুদিন আগে একজন যুবক দেখেছিল যে তার গ্রামের পারিবারিক জীবন সমস্যা ও দুঃখ-যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। ঝগড়া-বিবাদ, বৈরী মনোভাব, ঈর্ষা, শত্রুতা– এগুলো সবই সেখানকার প্রাত্যহিক জীবনের অংশ।

তাই সে তার বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে একা বাস করতে গেল। সেখানে সে কাঠ, বাঁশ ও নলখাগড়া দিয়ে একটি ছোট্ট সুন্দর কুঁড়েঘর তৈরি করল। "আহ, এখানে আমি কত সুখী!" লোকটি মনে মনে বলল।

কিন্তু একদিন সে তার কুঁড়েঘরে কিছু ইঁদুর দেখতে পেল। ছোট্ট প্রাণীগুলো রাতারাতি তার কম্বলগুলোতে ছিদ্র করে ফেলল। তাই সে ইঁদুরগুলোকে মারতে একটি বিড়াল নিয়ে এলো। বিড়ালটির দুধের দরকার পড়ল। তাই সে একটি গরু নিয়ে এলো। গরুটির ঘাস ও খড়ের দরকার পড়ল। তাই সে একটি রাখাল নিয়ে আসলো। রাখালের খাবারের দরকার হলো। তাই সে রান্না করার জন্য একজন স্ত্রী নিয়ে আসলো। তারপর তাদের ছেলেমেয়ে হলো, আর লোকটি নিজেকে আবার পারিবারিক জীবনে দেখতে পেল।

তাই কেউই একা একা বাঁচতে পারে না, যদি না তারা ফেরেশতা কিংবা শয়তান হয়। মানুষের খাবার, আশ্রয়, সঙ্গী ও সহযোগিতার প্রয়োজন। তাদের পারস্পরিক সাহায্যের প্রয়োজন। আর যদি তারা পরিবারে কিংবা সম্প্রদায়ে থাকে, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে। তাই সমাজে বসবাস মানুষকে ভালো ও সুখী নাগরিকে পরিণত করতে পারে।

47 একজন সফল নারীর গল্প

একদা বিলকিস নামে এক মধ্যবয়সী নারী ছিল। তার তিনজন ছেলে ছিল। তার স্বামী খুবই অলস ছিল এবং কোনো কাজ করত না। পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করতে তাকে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। একদিন গ্রামীণ ব্যাংক থেকে আসা একদল লোকের সাথে তার দেখা হলো। তারা বলল যে তারা দরিদ্র, ভূমিহীন ও অসহায়দের সাহায্য করতে আগ্রহী।

তাদের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে তারা দরিদ্র ও অসহায় লোকদেরকে ঋণ সহায়তা দেবে। বিলকিসের নিকট এর চেয়ে ভালো খবর আর কিছুই হতে পারত না কারণ আর্থিক সহায়তা দিয়ে সে তার ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারত।

একদিন সে তার কিছু প্রতিবেশীদের সাথে ব্যাংকে গেল। একজন কর্মকর্তা তাদেরকে স্বাগত জানাল এবং ব্যাংকের কার্যক্রম ও ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে তাদেরকে বোঝাল। কর্মকর্তা তাদেরকে পাঁচ বা ছয়টি দল গঠন করার পরামর্শ দিল। প্রতিটি দলে থাকবে পাঁচ বা ছয়জন সদস্য।

বিলকিস তার প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ করল এবং দল গঠনের জন্য কিছু লোক যোগাড় করল। একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হলো। বিলকিস তার দলের নেতা নির্বাচিত হলো। ব্যাংক দলনেতার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করত।

প্রথমে ব্যাংক বিলকিসের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ঋণের অনুমোদন দেয়। সে টাকা দিয়ে বিলকিস ধান ভানার ব্যবসা শুরু করল। সে স্কুলের পাশে একটি মনিহারী দোকানও চালু করল। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিলকিস ভালো মুনাফা অর্জন করল। সে ঋণ পরিশোধে সফল হয়েছিল।

পরবর্তীতে সে আরও বড় অংকের ঋণ সহায়তা পেল এবং সে তার ব্যবসা বাড়াল। দুই বছরের মধ্যেই তার খারাপ দিনের অবসান ঘটল। সে একটি নতুন ঘর বানাল এবং তার সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের যথাযথভাবে খাওয়াতে সক্ষম হলো। সে ঋণ সহায়তা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা স্বচ্ছল হলো।

48 সততা কখনো বিফলে যায় না

একদা এক কাপড় ব্যবসায়ী ছিল যার দোকান ছিল দূরের একটি বাজারে। তার বাড়ি দুই বা তিন জেলা দূরে ছিল। দোকান সহকারী হিসাবে একজন বালক ছিল যে কিনা তার দোকান মালিকের বাড়ি কোথায় তা জানত না। একদিন দোকানদার বালকটিকে বিশ্বাস করে কিছুদিনের জন্য ব্যবসার দায়িত্ব দিয়ে কোনো একটি জরুরি কাজে বাড়ি চলে গেল। দিন, মাস, বছর কেটে গেল কিন্তু তার দোকান মালিকের দেখা মিলল না।

বালকটি আশা করেছিল যে তার দোকান মালিক একদিন ফিরে আসবে। প্রতিদিন সকালে এসে সে দোকান খুলত এবং রাত দশটায় দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত ক্রেতার নিকট মালামাল বিক্রয় করে উপার্জিত টাকা সে তার মালিককে দেওয়ার জন্য জমা করত। নিজের জন্য তা নেওয়ার সব রকম সুযোগ তার

ছিল কিন্তু সে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করেনি। তার সদাচারণ ও সততা দোকানে অধিক ক্রেতার সমাগম ঘটায়; অসংখ্য লোকের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পেল। অনেক বছর পর একদিন দোকান মালিক ফিরে এলো। সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ বছরগুলোতে তার চেহারাও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সহকারী বালকটির নিকট সে তার পরিচয় দিল। সে তার দোকান মালিককে চিনতে পারল এবং এ ব্যবসা থেকে অর্জিত সকল অর্থ সে তার মনিবকে হস্তান্তর করল। মনিব বালকটির কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেল; সে বালকটিকে দোকানের মালিক বানিয়ে দিল এবং তাকে তার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আশীর্বাদ করল।

49 **ট্র্যাজিক নায়ক-রাজা লীয়ার/রাজ্যহীন একজন রাজা**

রাজা লীয়ার নামে ইংল্যান্ডে একজন বৃদ্ধ রাজা বাস করতেন। রিগ্যান, গনেরিল ও কর্ডেলিয়া নামে তার তিনজন কন্যা ছিল। একদা তিনি তার রাজ্যকে তিন কন্যার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শিশুর মতো তার প্রতি তার কন্যাদের ভালোবাসা প্রকাশের অনুপাতে তিনি তার রাজ্যভাগ করার প্রস্তাব করেন। তার বড় দুই কন্যা গনেরিল ও রিগ্যান আগ্রহের সহিত বৃদ্ধ ও অসার রাজার সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালোবাসা দেখাল। রাজা লীয়ার তার ছোট কন্যা কর্ডেলিয়াকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। সে ছিল অনুগত, সৎ এবং বড় বোনদের ন্যায় কপট ছিল না। সে তার বাবার প্রতি সরল ও অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখাল যা উদ্ধত রাজা ভুল বুঝল। রাজা তার বোকামির ফলে তার রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন এবং রিগ্যান ও কর্ডেলিয়াকে দেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদের প্রত্যেকের কাছে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কর্ডেলিয়াকে ত্যাগ করেন এবং অভিশাপ দেন। ফ্রান্সের রাজা কর্ডেলিয়ার প্রতি তার ভালোবাসা প্রস্তাব করেন এবং তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন।

দুষ্ট কন্যাদ্বয় তাদের পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। গনেরিল ও রিগ্যান তাদের পিতার সাথে অসম্মান আচরণ করত। দুই বোন রাজা লীয়ারকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। বৃদ্ধ রাজা ক্রোধান্বিত হলো এবং তার হৃদয় ভেঙ্গে গেল। তিনি ঝড়ের রাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এরই মধ্যে দুই বোন ও তাদের রাজ্যের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ পেল। উপরন্তু, ফ্রান্স থেকে একদল সৈন্যের খবর পাওয়া গেল যারা ইংল্যান্ডের পথে এগিয়ে আসছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্যে, বৃদ্ধ দুর্বল রাজা সাহসের সাথে সঙ্কটের মুখোমুখি হন। এ সময় তিনি প্রায় উন্মাদ ছিলেন এবং একজন বিশ্বস্ত চাকর কেন্ট তার তত্ত্বাবধানে রাজাকে একটি আশ্রয়ে নিয়ে যান।

এরই মাঝে ফ্রান্সের সৈন্যদল ইংল্যান্ডের সমুদ্রতীরে অবতরণ করেন যেখানে কর্ডেলিয়া জানতে পারে যে তার পাগল বাবা সমুদ্রতীরের নিকটে। সে বৃদ্ধ রাজার খোঁজে লোক পাঠায়। দ্রুত তাকে কর্ডেলিয়ার সামনে উপস্থিত করা হয়। ধীরে ধীরে সে (কর্ডেলিয়া) তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসল যে তাকে দৃশ্যত সুস্থ মনে হলো।

দুই বোন একসাথে ইংল্যান্ড সুরক্ষার্থে ফ্রান্স সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সেই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়েছিল এবং লীয়ার এবং কর্ডেলিয়াকে কারাবন্দী করা হয়েছিল। এই সময় কর্ডেলিয়াকে হত্যা করা হয়। ভগ্ন হৃদয় রাজা লীয়ার তার নিষ্পাপ কন্যার মৃত্যু দেখতে অসমর্থ ছিলেন এবং তিনিও দুঃখে মারা যান।

50 **সততা সর্বদা পুরস্কৃত হয়**

রহমত মিয়া একজন রিকসাচালক। তার বয়স মাত্র ২৩ বছর। সে খুবই গরিব। একদিন অস্ট্রেলিয়ান একজন মহিলা তার রিকসা ভাড়া করে। যখন তিনি নেমে যান, তিনি তার টাকার থলে ভুলে রেখে যান। কিছুক্ষণ পর রহমত তার টাকার থলেটি দেখতে পায়। সে এটি নেয় এবং এই থলেটি নিয়ে সে কী করবে সেটা কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে। সে ভাবল যে সে ঐ থলেতে টাকা পেতে পারে, সুতরাং এটি সে নিজের জন্য রাখতে পারে। কিন্তু কিছু মুহূর্ত পর অন্য আরেকটি চিন্তা তার মনে এলো। সে অনুভব করল যে এমন ধরনের কাজকে অসৎ কাজ বোঝায়। যেহেতু সে স্রষ্টায় বিশ্বাস করে, সে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত যে এ ধরনের মন্দ কাজের জন্য মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে এবং এটি চুরি করা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সুতরাং সে যেখানে অস্ট্রেলিয়ান মহিলাটিকে নামিয়ে ছিলো সেখানে গিয়েছিল। এটি ঐ মহিলার বন্ধুর বাসা ছিল তিনি রিকসাচালককে তার ঠিকানা দিয়েছিলেন। তারপর সে প্রাপকটির অর্থাৎ ঐ মহিলার খোঁজ করল এবং তার টাকার থলে ফেরত দিল। মহিলাটি রিকসাচালকের সততা দেখে খুশি হলো এবং পুরস্কার হিসাবে তাকে অনেক/প্রচুর অর্থ দিল।

51 **কয়লা ধুলে ময়লা যায় না**

একদা একটি ঠান্ডা শীতের সকালে যখন একজন গ্রামের লোক তার মাঠের দিকে যাচ্ছিল সে একটি সাপ ঠান্ডায় অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে শুয়ে থাকতে দেখল। সে দুর্দশাগ্রস্ত সাপটিকে দেখে খুব দয়া অনুভব করল। সে এটি তার বাক্সে রাখল এবং বাড়ি নিয়ে এলো। সে এটি সাবধানতার সাথে আগুনের পাশে রাখল, গরম দুধ দিল এবং আরামদায়ক করল। এটি জীবিতই ছিল এবং অল্প কয়েকদিনে সুস্থ হয়ে উঠল। এটি কৃষকের বাচ্চাদের সাথে খেলা করা শুরু করল। কিছু সময়ের জন্য এটি খুব ভালোভাবে খেলত ও আচরণ করত। একদিন যখন এটি কৃষকের বাচ্চাদের সাথে খেলছিল তখন এটি তাদের মধ্যে একজনকে কামড়ালো। এখন কৃষকটি তার ভুল বুঝতে পারল। মূলত যা এর স্বভাবসিদ্ধ ছিল তা কখনো বদলায় নি। সে বুঝতে পেরেছিল একজন দুষ্ট সবসময় দুষ্টই তাকে। সুতরাং সে খুব রাগান্বিত হলো এবং লাঠি দ্বারা সাপটিকে হত্যা করল।

'ওহ', কৃষকটি তার শেষ নিশ্বাস ফেলার সময় চিৎকার করল, আমি একটা দুষ্টের সেবা করার উপযুক্ত সাজা পেয়েছি। মহত্ত্ব কখনো অকৃতজ্ঞকে পরিবর্তন করতে পারে না।

তখন সে বলতে শুরু করল "কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।"

52 **একটি স্মরণীয় রাত**

আমি দ্বাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি আমাদের স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকি। রমজান মাসের ছুটিতে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে এসেছিলাম এবং পুরো ছুটি সেখানে কাটিয়েছিলাম। রমজানের ছুটির শেষে আমি পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়ি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। আমি রেলস্টেশনে রাত ৯.০০ টায় পৌঁছাই।

স্টেশনে পৌঁছে আমি জানতে পারি যে কয়েক মিনিট আগেই ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে গেছে। আমি সেখানে পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। স্টেশন মাস্টার আমাকে জানালো যে সেই রাতে আর কোনো ট্রেনের সময়সূচি নেই। আমি কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হলাম। ঐ অন্ধকার রাতে আবার বাড়ি ফেরা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। আসলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত কোনো যানবাহন সেখানে ছিল না। সেখানে আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো আবাসিক হোটেলও ছিল না। আমি আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না।

ঐ একই সময়ে স্টেশন মাস্টার স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। সে আমাকে লক্ষ করল এবং তার বাড়িতে রাত্রি যাপনের প্রস্তাব দিলো। ঐ প্রস্তাবের চেয়ে আনন্দময় আর কিছুই হতে পারে না।

পরের দিন সকালে আমি আমার গন্তব্যে যাত্রা শুরু করলাম। আমি এই রাতটি কখনো ভুলতে পারবো না আর আজীবন এমন দয়ালু লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

53 একটি উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে

এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে এগারো বছরের একটি বালক রেল লাইনের পাশে তার গবাদিপশু চড়াচ্ছিলো। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল যে একটি ছোট রেলের স্লীপার ভগ্নদশায় আছে। কিছুক্ষণ পর তার মনে পড়লো আধা ঘণ্টার মধ্যে একটি মেইল ট্রেন সেখান দিয়ে যাবে। সে কী করবে এই নিয়ে খুব চিন্তামগ্ন ছিল। সে তার বন্ধুদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। কিন্তু কেউ নিকটবর্তী ট্রেনকে রক্ষা করার কোনো উপযুক্ত সমাধান দিতে পারলো না। হঠাৎ করে রতনের মাথায় একটি চমৎকার পরিকল্পনা এলো। একবার সে শুনেছিল যে লাল কিছু দেখিয়ে, ট্রেন থামানো যায়। যখন সে ওই ভাঙা লাইন দিয়ে আগত একটি ট্রেনের শব্দ শুনলো সে তার উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে তার লাল শার্ট খুলে বাতাসে উড়াতে থাকলো। সে চালকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। অবিশ্বাস্যভাবে চালকটি ছেলেটির লাল শার্ট দেখতে পায় এবং ঠিক ভাঙ্গা অংশটির সামনে ট্রেন থামায়। চালকটি ট্রেন থেকে নেমে লাইনের দিকে লক্ষ্য করে। চালকটি এবং ট্রেনের সকল যাত্রী বুদ্ধিমান ছেলেটির প্রশংসা করছিল, যার জন্য তারা সকলে নতুন জীবন পেয়েছে।

54 আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা

একদা আমার ছেলেবেলায় আমি আমার বাবার সাথে গ্রাম্য মেলায় গিয়েছিলাম। এটি খুব বড় একটি মেলা ছিল যা শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক। বাবা আমাকে এখানে সেখানে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে আমি হারিয়ে গেলাম। আমি আমার বাবাকে এক ঘণ্টা ধরে খুঁজেছিলাম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমি মেলার এক কোণায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম। হঠাৎ একজন বৃদ্ধ লোক আমাকে দেখলেন। তিনি আমার নিকট আসলেন এবং আমার কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম যে আমি আমার বাবাকে হারিয়ে ফেলেছি। তিনি আমাকে কাঁদতে নিষেধ করলেন।

তারপর আমরা আমার বাবাকে এখানে ওখানে খোঁজা আরম্ভ করলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম আমার বাবা একজন অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলছেন। যখন আমার বাবা আমাকে দেখলেন তিনি আমাকে কোলে তুলে নিলেন এবং অনেক চুমু দিলেন। ঐ ঘটনার পরে আমি জানতে পেরেছি আমার বাবা আমাকে কত ভালোবাসেন। এরপরে আমরা আবার আমাদের পরিদর্শন শুরু করলাম। আমার বাবা আমাকে মিষ্টি এবং আরও অনেক কিছু কিনে দিলেন। তিনি আমাকে কিছু খেলনাও কিনে দিলেন। তিনি আমাকে পুতুল নাচ উপভোগ করতেও নিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরিদর্শনের পর আমরা নির্বিঘ্নে বাসায় ফিরে আসলাম। আমি আমার জীবনে এই ঘটনা কোনোদিন ভুলবো না।

55 জীবিকার সংগ্রাম

রহিম অতিশয় দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে। সে তার পরিবারের সাথে বসবাসের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসেছে। তার বাবা-মা এবং বড় ভাই কিছু ছোট কাজ করে এবং সে পলিথিনের থলে, টুকরো কাগজ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র মতিঝিল এলাকা থেকে সংগ্রহ করে। সে এগুলো প্রতি ব্যাগ ৫ থেকে ১০ টাকায় একটি দোকানে বিক্রি করে। সে প্রতিদিন ২০ থেকে ৫০ টাকা আয় করে যা সে তার মাকে দিয়ে দেয়। রহিম এবং তার পরিবার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি বস্তিতে বাস করে। এই ঘরটি এক টুকরো পলিথিনের ছাদে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র আশ্রয়। তারা নোংরা মেঝেতে ঘুমায়। রহিম তাদের বাসার কাছে একটি নালাতে গোসল করে। সে সাধারণত বাসায় তার খাবার খায় কিন্তু মাঝে মাঝে সে খাবারের দোকানগুলো থেকে খাবার ভিক্ষা করে। একদিন তার ডায়রিয়া হয়েছিল এবং কিছুদিন তাকে বাসাতেই থাকতে হয়েছিল। তার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার এবং নিজের ঔষধ কেনার সামর্থ্য ছিল না। সে তার বাড়ির কাছে টঙ্গীতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে তার পড়ালেখা চালিয়ে যায়নি। সে প্রায় এক বছর স্কুলে ছিল এবং বর্তমানে সে স্কুলে ফিরে যেতে চায় এবং আবার তার পড়াশোনা শুরু করতে চায়।

56 আন্তরিকতা সাফল্যের চাবিকাঠি

সালমান একটি দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারে জন্ম নিয়েছিল। তার বাবা ছিল একজন ভূমিহীন কৃষক। কিন্তু সে চেয়েছিল তার ছেলে লেখাপড়া শিখবে এবং একদিন সে একটি চাকরি পাবে এবং তার পরিবারে স্বচ্ছলতা আসবে। সালমানের বাবা তাকে স্থানীয় একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন এবং সালমান সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল করল। এটা তাকে পরবর্তী শিক্ষার ধাপে পৌঁছে দিল। তারপর তাকে নিকটবর্তী একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলো এবং সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার যে সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান পেল। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে সালমানের নাম ও খ্যাতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। অনেক মানুষ তার পড়ালেখায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। স্কুল জীবনে প্রত্যেক শিক্ষক তাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। শিক্ষকগণ সবসময় তার প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে সবকিছুই ভালোভাবে চলছিল। উচ্চ শিক্ষার জন্য সে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারলো না। যদিও সে হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স (সম্মান) নিয়ে একটি কলেজে ভর্তি হলো। সে কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছিল কিন্তু সে তার সংগ্রাম চালিয়ে গেল। সে বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে তার লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি সে তার ঐ আয় থেকে তার দরিদ্র মা-বাবাকে সাহায্য করতো। সে ১ম শ্রেণীতে সম্মান (অনার্স) সহ ত্রাতক ডিগ্রী লাভ করল। শীঘ্রই সে একটি বেসরকারি কলেজ থেকে প্রভাষক পদে যোগদানের প্রস্তাব পেল। এভাবে তার বাবার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সত্য হলো। এখন সালমান তার নিজের এবং পরিবারের ব্যয়হার বহনে যথেষ্ট টাকা আয় করে।

57 রাজা সলোমনের বিচক্ষণতা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ইহুদিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল সলোমন। তিনি তার প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শেবার রানী তার প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারলেন।

রানী তার বিচ্ব ণতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি মনের মধ্যে একটি পরিকল্পনা নিয়ে রাজা সলোমনের দরবারে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন তিনি রাজার দরবারে পৌঁছলেন তখন একজন রানীর পক্ষে রাজাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা তিনি যথাযথভাবে করলেন। রাজাও রানীকে রাজকীয় সম্ভাষণ জানালেন। যা হোক, রানী সশ্রদ্ধভাবে রাজাকে বললেন যে তিনি তার জন্য একটা ছোট্ট উপহার এনেছেন। এটা কী তা রাজা জানতে চাইলেন। রানী তার পারিষদবর্গকে ফুলের মালা দুটি আনতে বললেন। এরকম উপহার দেখে রাজা অবাক হলেন। রানী রাজাকে

বললেন যে ফুলের মালাগুলোর একটি সত্যিকার ফুলের মালা না এবং তিনি আশা করলেন যে রাজা বলতে সক্ষম হবেন সেটা কোনটি।
রাজা বিষয়টি বুঝতে পারলেন কিন্তু তিনি রাগান্বিত হলেন না। তিনি চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু কোনটি সত্যিকার ফুল আর কোনটি সত্যিকার না তা বলা খুব কঠিন ছিল। ফুলগুলো দেখতে একই রকম লাগছিল। এমনকি তাদের সুবাসও একইরকম ছিল। এটা ছিল বসন্তকাল এবং রাজা লক্ষ করলেন যে বাগানে ফুলগুলোর চারপাশে কিছু মৌমাছি গুনগুন শব্দ করছে।
তখন রাজা পরিষদবর্গকে সভাকক্ষের জানালা খুলতে এবং মৌমাছিদেরকে দরবারের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ দিতে আদেশ করলেন। মৌমাছিরা বসন্তের সুবাস নিয়ে গুনগুন শব্দে দরবার কক্ষে ঢুকে পড়ল। তারা এক পলকে সত্যিকার ফুল দিয়ে সাজানো মালার উপর অবস্থান করল। রাজা সত্যিকার ফুলের মালাকে চিহ্নিত করলেন। রানী সেখানে রাজার এই বিচক্ষণতা অবলোকনের স্বাক্ষী হতে পেরে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি বিজ্ঞ রাজাকে কুর্নিশ করে শেবাতে ফিরে এলেন।

58 **তিন বন্ধু এবং সোনার থলে**

এক গ্রামে তিন বন্ধু বাস করত। একদিন তিন বন্ধুর একজন একটি বাড়ি থেকে একটি সোনার থলে চুরি করার সিদ্ধান্ত নিল। ২য় বন্ধু সাথে সাথেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল কিন্তু ৩য় বন্ধু এটা অস্বীকার করল এবং তাদেরকে এটা না করতে অনুরোধ জানাল। অন্য দুই বন্ধু ছিল খুবই লোভী এবং তারা এটা চুরি করার সিদ্ধান্ত নিল।
এই প্রথমবারের মত তারা কোনোকিছু চুরি করতে যাচ্ছে। তারা খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। সুতরাং তারা একসাথে বসল এবং একটি পরিকল্পনা করল। পরের দিন মধ্যরাতে তারা ঐ বাড়িতে গেল এবং সবাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেল। তারপর তারা আলমারি খুলল এবং একটি অলঙ্কারের বাক্স পেল। স্বর্ণের মালিক ছিল খুবই চালাক প্রকৃতির এবং সে স্বর্ণগুলো এমন জায়গায় রেখেছিল যে কেউ যেন তা ভাবতেও না পারে। তিনি তার আলমারিতে অলংকারের একটি খালি বাক্সও রেখেছিলেন এবং চোরেরা চিন্তা করেছিল এটাই তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্ণের বাক্স।
যখন চোরেরা বের হয়ে আসছিল ঐ বাড়ির মালিকের কুকুরটি তাদেরকে দেখেছিল এবং উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করছিল। এর ফলে স্বর্ণের মালিক এবং প্রতিবেশিরা জেগে উঠল এবং চোরদেরকে ধরে ফেলল। তারা তাদেরকে বেদম প্রহার করল এবং পুলিশের কাছে হস্তান্তর করল। তখন তারা চিন্তা করল যে যদি তারা তাদের বন্ধুর পরামর্শ শুনত তাহলে তাদেরকে এই কুৎসিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হত না।

59 **রেশমা– একজন ভাগ্যবতী**

একদা রেশমা নামে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট উপজেলায় একটি মেয়ে বাস করত। তার বাবা জামাল তাকে বাল্যকালেই রফিক নামে এক বেকার যুবকের সাথে বিয়ে দেন। দারিদ্র্যের কারণে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। একদিন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল এবং সাভারের রানা প্লাজায় গার্মেন্ট শ্রমিক হিসেবে একটি চাকরি নিল। তার সময় ভালোই কাটছিল। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল অন্যান্য দিনের মত সে তার কর্মস্থলে গিয়েছিল। সকাল ৯টার মধ্যে বিকট শব্দ করে ভবনটি ধসে পড়ল এবং এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। প্রায় এক হাজার দুইশত মানুষ তাদের মূল্যবান জীবন হারাল এবং অনেক মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হল। কিন্তু এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার যে, ভবনটি ধসে পড়ার ৩৯১ ঘণ্টা পরও রেশমাকে দুর্ঘটনা কবলিত রানা প্লাজা থেকে জীবিত উদ্ধার করা হল যেখানে ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পর ভবন ধসে আটকে পড়া কারো জীবিত থাকার আশা করা যায় না। রেশমাকে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় ৮ম তলা ভবনের বেইজমেন্টে পাওয়া যায় এবং উদ্ধারকারীরা তাকে বিকাল ৪টা ২৬ মিনিটে বের করে আনে এবং এটা ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি আল্লাহ কাউকে রক্ষা করতে চান তাহলে কোনোকিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারে না। আল্লাহর দয়ায় রেশমা নতুন জীবন পেয়েছিল।

60 **মন্দ কাজ সবসময় শাস্তিযোগ্য**

একবার একজন ধনী লোকের ঘর থেকে একটি স্বর্ণের হার হারিয়ে যায়। কয়েকজন চাকর ঐ বাসায় কাজ করতো। স্বাভাবিকভাবে এটাই সন্দেহ করা হল যে চাকরদের কেউ একজন হারটি চুরি করেছে। ধনী লোকটি সত্যিকার চোরটিকে ধরার জন্য একটি পরিকল্পনা আঁটলেন। তিনি সব চাকরদেরকে ডাকলেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে একটি বাঁশের লাঠি ধরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যেকেই একটি লাঠি নাও। আমি প্রত্যেকের লাঠিই আগামীকাল ফিরিয়ে নেব। আগামীকাল সকালের মধ্যে আসল চোরের লাঠি এক ইঞ্চি পরিমাণ বেড়ে যাবে।" যে চাকরটি হারটি চুরি করেছিল সে ছিল একজন বোকা। সে চিন্তা করল যে যেহেতু লাঠিটি ঐ রাতে এক ইঞ্চি পরিমাণে বেড়ে যাবে সেহেতু সে যদি রাতের মধ্যে লাঠিটি ঠিক এক ইঞ্চি পরিমাণ ছোট করে তাহলে এটা এর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। সে এটাই করল এবং হারটি চুরির জন্য ধনী লোকটির কাছে ধরা পড়ল।

61 **একজন মহৎ ব্যক্তি কখনো তার বন্ধুকে দোষারোপ করেন না**

একদা ভেনিসে এ্যান্টোনিও নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিল। সে ছিল একজন ভালো ও দয়ালু মানুষ। ব্যাসানিও নামে তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ব্যাসানিও টাকা ধার করতে এ্যান্টোনিওর কাছে গেল। কিন্তু সেই সময় তার কাছে কোনো টাকা ছিল না। সুতরাং এ্যান্টোনিও শর্ত সাপেক্ষে শাইলকের কাছ থেকে টাকা ধার নিল এবং তার বন্ধু ব্যাসানিওকে দিল। ব্যাসানিও খুশি হল। বন্ধু এ্যান্টোনিওর জন্য তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হল। তিনি পর্শিয়াকে আকৃষ্ট করতে তার বাড়িতে গেলেন। সেখানে পাণিপ্রার্থীদের তিনটি পাত্র থেকে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছিল। পাত্রগুলো ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসার তৈরি, ব্যাসানিও চাতুর্যের সাথে তৃতীয় পাত্রটি বাছাই করলেন এবং পর্শিয়াকে তার স্ত্রী হিসেবে জয় করলেন। এরই মধ্যে সংবাদ আসল যে এ্যান্টোনিওর জাহাজগুলো সমুদ্রে ডুবে গেছে। তিনি কোনোভাবেই শাইলকের পাওনা মেটাতে পারলেন না। এখন দলিলে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক তার শরীরের মাংস কেটে নেওয়া হবে। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সে তার বন্ধু ব্যাসানিওকে কোনোরূপ দোষারোপ করেনি।

62 **একটি উত্তেজনাপূর্ণ সন্ধ্যা**

একবার আমাদের ছুটির সময়ে আমি আমার বন্ধুদের সাথে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হলাম। একদিন আমরা একটি নিকটবর্তী বনে গেলাম। সূর্য যখন প্রায় অস্তমিত তখন আমরা চরম কৌতূহলের সাথে বনের ভিতরে প্রবেশ করলাম। শীঘ্রই অন্ধকার নেমে এলো এবং বন্যপ্রাণীগুলো বনের মধ্যে গর্জন করছিল। আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হয়েছিল যেখানে বিশ্রাম ঘরটি ছিল। অন্ধকারে হাঁটার জন্য আমরা টর্চ লাইট ব্যবহার করলাম। বৃষ্টি ভিজিয়ে দেওয়ায় পিচ্ছিল হয়েছিল। আমার এক বন্ধুর হাতে এয়ারগান ছিল এবং সে বাতাসে গুলি করেছিল। গুলির শব্দ শুনে কোনো বন্যপ্রাণী আমাদের কাছে আসার চেষ্টা করেনি। যদিও অল্প বিরতি দিয়ে তারা বারবার গর্জন করছিল। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে

বিশ্রামঘরে পৌঁছে গেলাম। আমরা পরবর্তীতে যতবারই জঙ্গালে যাব সূর্যাস্তের পর আর কখনোই ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞা করলাম।

63 **অসৎ সঙ্গো সর্বনাশ**

একদা এক লোকের একটি সন্তান ছিল যার কিছু খারাপ বন্ধু ছিল এবং সে তার সমস্ত সময় তাদের সাথে কাটাত। ছেলের কারণে বাবা খুবই বিষণ্ণ ছিলেন। তিনি তার ছেলেকে খারাপ বন্ধুদের সঙ্গা ত্যাগ করতে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সব উপদেশ ভেস্তে গেল। ছেলেটি খারাপ ছেলেদের সাথে অনবরত মিশতে থাকল। তার চরিত্র দিনের পর দিন খারাপের দিকে যেতে থাকল। সে জুয়া খেলতে এবং মদ্যপান করতে শুরু করল। অতি তাড়াতাড়ি সে নেশা গ্রহণ করতে শুরু করল। একবার তার বাবা তাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিল। সে বেকায়দায় পড়ে গেল। সে টাকার জন্য চোরাচালানকারী দলের সাথে জড়িয়ে পড়ল। এমনকি সে টাকার জন্য রাস্তায় ছিনতাই করা শুরু করল। একদিন ছিনতাইকালে সে পুলিশের কাছে ধরা পড়ল; তারা তাকে থানায় নিয়ে গেল এবং তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি দন্ডবিধিতে মামলা দায়ের করল। স্থানীয় আদালতে তাকে পাঁচ বছরের জেল দেওয়া হল।

64 **সৎ তত্ত্বাবধায়ক**

একদা এক গ্রামে একজন ধনী মানুষ বাস করতেন। তার একটি আমের বাগান ছিল। তিনি তার আমের বাগানে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। তাকে সবসময় বাগান এবং বাগানের গাছগুলো দেখতে হতো। ধনী লোকটি সাধারণত আমের মৌসুমে প্রতিদিন আম খেতেন। একদিন সকালে আম খাওয়ার সময় তিনি বিরক্ত হলেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন "কেন আমগুলো এত টক?" তিনি এমনভাবে রাগান্বিত ভাব দেখালেন যেন তত্ত্বাবধায়ক তাকে মিষ্টি আম এনে দেয়নি। তত্ত্বাবধায়কের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ধনী লোকটি তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করলেন। তত্ত্বাবধায়ক শান্তগলায় বলল, "জনাব, আপনি আমাকে বাগান দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু আমের স্বাদ গ্রহণ করার অনুমতি দেননি।"

65 **কৃতঘ্নতা/নেকড়ে ও সারস পাখি**

এক বনে এক নেকড়ে বাস করতো। সে একটি মেষশাবককে হত্যা করেছিল, কিন্তু যখন সে তার মাংস খেতে গেল, একটি হাড় তার গলায় আটকে গেল। এটা তাকে খুব পীড়া দিল এবং সে জানত না যে সে কী করবে।

সে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এখানে-সেখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কিছু দূরে সে একটি সারস পাখি দেখতে পেল। সে সারস পাখিটিকে তার কাছে আসতে বলল এবং এই কঠিন সমস্যা থেকে সাহায্য করার জন্য তাকে অনুরোধ করল। নেকড়েটি সারস পাখিটিকে এই বলে প্রলুব্ধ করল যে এই কাজটিতে সে অনেক বড় পুরস্কার পাবে।

লোভী সারস পাখিটি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। সে তার লম্বা ঠোঁটটি নেকড়ের গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল এবং হাড়ের টুকরোটি বের করে আনল। নেকড়ে তার ব্যথা থেকে মুক্তি পেল। তারপর সারস পাখিটি তার পুরস্কার চাইলো।

সারস পাখির কথা শুনে নেকড়ে হাসলো এবং বলল, "কেন? তুমি একটি নেকড়ের গলার মধ্যে তোমার ঠোঁট ও মাথা ঢোকানোর অনুমতি পেয়ে এবং তার মুখ ও চোয়াল থেকে নিরাপদে এগুলো বের করতে পেরে যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছো।" "সুতরাং তোমার মাথা না কামড়িয়ে আমি তোমাকে যথারীতি পুরস্কার দিয়ে দিয়েছি। এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে আমি তোমাকে হত্যা করব।" সারস পাখিটি খুবই হতাশ হল এবং তার জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়ে পালাল।

66 **একজন পন্ডিত এবং একজন নিরক্ষর মাঝি**

একটি ছোট গ্রামে একবার এক পন্ডিত নৌকা দিয়ে নদী পার হচ্ছিল। আবহাওয়া খুব মনোরম ছিল। নদীটি খুব ঠান্ডা এবং শান্ত ছিল। পন্ডিত খুব উপভোগ করছিল। নৌকার মাঝি ছিল খুব সাধারণ নিরক্ষর লোক। তার পুঁথিগত বিদ্যা/জ্ঞান ছিল একদম শূন্য ।

যখন সে নৌকা চালাচ্ছিল তখন পন্ডিত তার সাথে কথা বলা শুরু করল। পন্ডিত মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল সে গীতা পড়েছে কিনা এবং গীতার কোনো স্তবক বর্ণনা করতে পারবে কিনা। মাঝি বলল যে সে এ সম্পর্কে শুনেছে কিন্তু কখনো পড়েনি। তখন পন্ডিত তাকে বলল যে সে তার জীবনের এক চতুর্থাংশ নষ্ট করে ফেলেছে। পন্ডিত আবার বলল "কিন্তু বলো তুমি কি অর্থশাস্ত্র পড়েছ?" আবার মাঝি তার অজ্ঞতা প্রকাশ করল। পন্ডিত তখন মাঝিকে তাচ্ছিল্য করে উদ্ধতভাবে বলল, "অতএব আমার বন্ধু, তুমি তোমার জীবনের দুই চতুর্থাংশ নষ্ট করে ফেলেছ। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। কারণ সূর্য অস্ত যাচ্ছিল।

সূর্যকে লক্ষ করে পন্ডিত আবার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে যে সে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের কারণ জানে কিনা। অসহায় হয়ে মাঝি আবার তার অজ্ঞতা প্রকাশ করল। পন্ডিত গর্বের সাথে বলল, "তাহলে আমার বন্ধু, তুমি তোমার জীবনের তিন চতুর্থাংশ নষ্ট করে ফেলেছ।"

কিছুক্ষণ পরে একটি ঘন মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলল এবং নদীগর্ভ থেকে একটি ঝড় উঠল। উদ্বিগ্ন হয়ে মাঝি পন্ডিতকে জিজ্ঞেস করল, "জনাব, আপনি কি সাঁতার জানেন?" পন্ডিত আতঙ্কিত হয়ে জবাব দিল, "না, সাঁতার কী করে কাটতে হয় আমি জানি না।" মাঝি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "তাহলে আমার বন্ধু আমি দেখছি যে, আপনার পুরো জীবনটাই নষ্ট এবং অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে।"

67 **কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ**

খেলার মাঠের পেছনে ছোট একটি পুকুর ছিল। পুকুরটিতে কিছু ব্যাঙ বাস করত। একদিন কিছু বালক পুকুরের পাশে খেলছিল। তারা ব্যাঙের কর্কশ শব্দে বিরক্ত হচ্ছিল। তাই তারা একটি পরিকল্পনা করল এবং পরস্পরকে বলল যে, "চল আমরা এদের পাথর ছুঁড়ে মারি।"

তারা ব্যাঙগুলোকে পাথর মারা শুরু করল। অতি শীঘ্রই কিছু আহত হল। ব্যাঙগুলো বিপদের মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্যাঙ ছিল। এটি একটি বিচ্ব ণ পরিকল্পনা করল। সে পানি থেকে তার মাথা বের করে বলল, "বালকগণ, কেন তোমরা আমাদের উপর পাথর ছুঁড়ে মারছো?" বালকগুলো উত্তর দিল, "আমরা শুধু মজা করছি।" এটা শুনে বৃদ্ধ ব্যাঙটি বলল, "তোমাদের জন্য যেটা মজা, আমাদের জন্য সেটা মৃত্যু।"

কিন্তু বালকগুলো থামল না। তারা ব্যাঙগুলোর উপর পাথর ছুঁড়তেই থাকল। এক পর্যায়ে একটি ব্যাঙ এত আহত হল যে সে সেখানেই মারা গেল। অন্য ব্যাঙগুলো বলল, "ওহ, বালকেরা দয়া করে এই নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ কর। আমাদের মধ্যে একজন মৃত্যুবরণ করেছে। দয়া করে আমাদের উপর পাথর

ছোঁড়া বন্ধ কর।"
বালকগুলো এতে লজ্জা পেল। তারা তাদের মজার খেলা বন্ধ করল। অনুতপ্ত হয়ে বালকগুলো পাথর ছোঁড়া বন্ধ করল।

68 **ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়**

একদা এক কুমির তার দশটি ছানাকে শিক্ষিত বানাতে চেয়েছিল। তাই সে একটি শিয়ালের কাছে গেল এবং তাকে তার ছানাদের শিক্ষাদান করতে বলল। শিয়ালটি কুমিরের বাচ্চাদের শিক্ষাদানে খুশি মনে রাজি হয়ে গেল।
তাই কুমিরটি তার ছানাদের শিয়ালের কাছে রেখে নদীতে ফিরে গেল। শিয়ালটি কুমির খেতে পছন্দ করত। তাই সে তাদের একটিকে খেয়ে ফেলল এবং বাকি নয়টিকে রেখে দিল। কিছুদিন পরে, কুমিরটি তার ছানাদের দেখতে এলো। পরে ধূর্ত শিয়ালটি তার নয় ছানাকে দেখাল এবং তাদের মধ্যে একটিকে দুইবার দেখাল। বোকা কুমিরটি মনে করল যে সে তার দশ ছানাকেই দেখেছে এবং চলে গেল।
কিছুদিন পরে শিয়ালটি কুমিরের আরেকটি ছানা খেয়ে ফেলল। কিছুদিন পরে মা কুমিরটি আবার তার সন্তানদের দেখতে এলো, শিয়ালটি তার আট সন্তানকে দেখাল এবং তাদের একটিকে তিনবার দেখাল। মা কুমিরটি ভাবল সে তার দশ ছানাকেই দেখেছে এবং খুশি মনে চলে গেল।
অবশেষে যখন মা কুমিরটি এলো, শিয়ালটি তার বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছানাকেই দশবার দেখাল। কুমিরটি চালাকি ধরতে পারল না। কিন্তু যখন কুমিরটি কিছুদিন পরে আবার এলো তখন শিয়ালটি তার একটি ছানাকেও দেখাতে পারল না কারণ সে শেষেরটিকেও ইতোমধ্যে খেয়ে ফেলেছে। কুমিরটি শিয়ালের কূট কৌশল বুঝতে পারল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে শিয়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে খেয়ে ফেলল।

69 **উৎসুক দুই/তিন বন্ধুর হাতি দেখা**

জামান এবং মিন্টু দুই বন্ধু এবং তারা একটি ঘন জঙ্গালের পাশে বাস করত। একদিন তারা হাতি দেখার সিদ্ধান্ত নিল। তাই তারা জঙ্গালে গেল। যেহেতু তারা কথা বলছিল, হাঁটছিল, গল্প করছিল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন্তু নিয়ে আলোচনা করছিল, এটি তাদের কৌতূহলী করে তুলল। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করার সময় তারা অনেক জন্তু দেখল কিন্তু কোনো হাতি দেখল না। কিছুদূর হাঁটার পরে তারা একটি সিংহ দেখল এবং ভয় পেয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এভাবেই তারা সিংহের হিংস্রতা থেকে নিজেদের রক্ষা করল। এখন তারা একে অপরের সাথে নির্ভীকতা নিয়ে আলোচনা করছিল এবং কীভাবে আসন্ন বিপদের মুখোমুখি হওয়া যায় তার উপায় বের করেছিল। যা হোক, তারা নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ ছিল এবং তারা আবার হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু তারা জঙ্গালে হাঁটতেই লাগল, হাঁটতেই লাগল এবং হাঁটতেই লাগল কিন্তু কোনো হাতির দেখা পেল না। তারা আশাহত হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাদের মনোবাসনা পূরণ করলেন। তাদের হাঁটার সময় হঠাৎ তারা মাটিতে ভারি পদধ্বনি শুনতে পেল। প্রথমে তারা বুঝতেই পারেনি যে এটা কী ছিল, কিন্তু পরে তারা বুঝতে পারল যে এটা হাতি ছাড়া আর কিছু না।
যেহেতু তারা হাতিকে বাস্তবে নয় শুধুমাত্র বইয়ের মাধ্যমেই জানতো, তাদের খুশির কোনো সীমা ছিল না। তাই তারা হাতিটির দিকে কৌতূহলী ও আকর্ষিত হয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু যেই কিনা তারা হাতিটির কাছাকাছি গেল এটি তাদের আক্রমণ করতে চেষ্টা করল। তাই তারা দ্রুতগতিতে দৌড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন্তুর হিংস্রতা থেকে আবার নিজেদের রক্ষা করল।

70 **একটি কৃষক এবং একটি গাধা**

একদা এক কৃষকের একটি গাধা ছিল। সে নিজেকে খুব চতুর মনে করত। সে একাই তার মালিকের ভারী বোঝা বহন করে নদীর অপর পাশের বাজারে নিয়ে যেত। একদিন সকালে গাধাটি যখন নদীর পাড়ে গেল, সে তার পথ ছোট করার জন্য নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।
কিন্তু এক পর্যায়ে সে গভীর স্থানে পৌঁছে গেল। নদী পাড় হওয়ার জন্য তার সাঁতার কাটতে হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে সে সেই দিন লবণের বোঝা বহন করছিল। তাই লবণের একটি বড় অংশ পানিতে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বোঝাটি হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং সে খুব সহজে নদী পার হয়ে যেতে পেরেছিল। সে নিজেকে নিয়ে খুব গর্ব অনুভব করল। পরের দিনও সে একইভাবে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।
কিন্তু গাধাটি জানতো না যে পরের দিন সে একটি স্পঞ্জের বোঝা বহন করছে। যখন সে নদীর তীরে পৌঁছলো, সে আবার হেঁটে নদী পাড় হওয়া শুরু করল। কিন্তু এইবার বোঝাটি নদীর পানি শোষণ করে এত ভারি হয়ে গিয়েছিল যে গাধাটি ডুবে গেল। যদিও সে নিজেকে চালাক মনে করেছিল আসলে সে ছিল বোকা। এবং তার বোকামির জন্য, সে মৃত্যুবরণ করল।

71 **অধ্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি**

একদা একটি গ্রামে এক লোক বাস করত। তার নাম ছিল রফিক। ইংরেজির প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল আর তাই সে একজন শিক্ষকের কাছে গেল। শিক্ষক তাকে শিক্ষাদান করতে শুরু করল, কিন্তু রফিক নির্বোধ হওয়ায় তার শিক্ষককে অনুসরণ করা তার জন্য কঠিন ছিল। শিক্ষক ছিলেন খুবই নিবেদিতপ্রাণ এবং আন্তরিক। তিনি রফিকের মত তার দুর্বল ছাত্রদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন। যখন শিক্ষক দেখলেন যে তার নতুন ছাত্রটি খুবই উদ্যমী কিন্তু নির্বোধ, তিনি বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেউ যদি তার লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকে তবে সে অবশ্যই জীবনে সফলতা বয়ে আনবে।
তারপর শি ক রফিকের অনুসরণের জন্য একটি কার্যসূচি তৈরি করলেন। তিনি ভাষার চারটি দক্ষতার উপর শিক্ষাদান করা শুরু করলেন। এগুলো হচ্ছে পড়া, লেখা, শোনা এবং বলা। শুরুতে রফিককে নির্বোধ মনে হয়েছিল কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সে তার দক্ষতা দেখাতে শুরু করল। সে তার কার্যসূচি খুব নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতো এবং প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হলে কখনোই নিরুৎসাহিত হতো না। সে ইংরেজি শিক্ষাকে তার জীবনের আদর্শ নীতি হিসেবে নিয়েছিল। প্রতিদিন সে ইংরেজি শিক্ষার কৌশলগুলো চর্চা করতো। যদিও সে নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল না তবুও সে এস.এস.সি-র পাঠ্য সূচি অনুসরণ করতো। ছয় মাসের মধ্যে তার পাঠ্যসূচির উপর ভালো দখল এসে গেল এবং বছর শেষে এই বিষয়টির উপর তার কর্তৃত্ব চলে আসলো।
এটি তাকে তার পড়াশুনা পুনরায় শুরু করতে উৎসাহিত করল এবং সে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) এ এস.এস.সি-তে ভর্তি হল। সে নিজে এবং এক শিক্ষকের সাহায্যে তার পড়াশুনা চালাতে থাকল। সে বাউবির রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টার-এর ক্লাসে উপস্থিত থাকত। অধ্যবসায় এবং শ্রম এর সাহায্যে সে চূড়ান্ত পরীক্ষায় A^+ পেয়েছিল এবং এখন সে তার কলেজের পড়াশুনা শুরু করার পরিকল্পনা করছে।

72 **হাতেম তাই-এর মহানুভবতা**

ইয়েমেনে একদা এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক শক্তিশালী, ধনী এবং মহানুভব। তিনি তার দানশীল ও উদার কাজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তার প্রজাদের ভালোবাসা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। কিন্তু দেশের লোকজন হাতেম তাই-এর উপাসক/প্রশংসাকারী ছিল, যিনি ছিলেন ঐ দেশের একজন হিতৈষী/দানশীল যুবক।

একদিন রাজা দেশের ধনী এবং সম্মানী ব্যক্তিদের এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ জানালেন। সম্মানী ব্যক্তিবর্গ ভোজসভায় গেলেন। তাদেরকে সুস্বাদু খাবার এবং মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেওয়া হল। লোকজন রাজার প্রশংসা করা শুরু করল। ঐ সময় একটি লোক হাতেম তাই-এর প্রশংসা করা শুরু করল। এটি শুনে, রাজা রাগান্বিত হয়ে হাতেম তাই-কে হত্যা করার জন্য একজন গুপ্তঘাতককে পাঠালেন।

গুপ্তহত্যাকারী হাতেম তাইকে চিনতো না। সে হাতেম তাইকে খোঁজার জন্য সারাদিনভর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল। সন্ধ্যায় সে এক যুবকের বাসায় আশ্রয় নিল। তার উদারতা গুপ্তঘাতকটির মন ছুঁয়ে গেল। তিনি তাকে প্রচুর খাবার দিলেন এবং বিনয়ের সাথে তার ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলেন।

তার মহৎ ব্ল বহার ল্ব করে গুপ্তচরটি তার এখানে আসার কারণটি বলল। তিনি তখন লোকটিকে বললেন যে তিনিই তার কাঙ্ক্ষিত লোক। হাতেম তাই তারপর তাকে অনুরোধ করলেন তাকে হত্যা করার জন্য যাতে সে রাজার কাছ থেকে মূল্যবান পুরস্কার পেতে পারে।

গুপ্তঘাতকটি হাতেম তাই-এর মহানুভবতায় ধাঁধায় পড়ে গেল। সে রাজার কাছে গেল এবং তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলল।

রাজা লজ্জিত হলেন। তিনি বিস্ময়ে উদ্বেলিত হয়ে পড়লেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে হাতেম তাই কোনো সাধারণ লোক নয় বরং সত্যিই এক মহৎ লোক, তিনি তার মাথা নত করলেন। তিনি হাতেম তাইকে পছন্দ করা শুরু করলেন।

73 প্রকৃত মায়ের মনে মাতৃত্ব জেগে উঠল

একদা এক গ্রামে দুইজন মহিলা বাস করত। তাদের একজনের এক শিশু সন্তান ছিল। কিন্তু অন্য মহিলাটি ঐ সন্তানকে নিজের বলে দাবি করেছিল। যার ফলে তাদের উভয়েই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ল। এই বিতর্কের মীমাংসা করতে তারা রাজা সলোমনের দরবারে গেল।

রাজা তার প্রজ্ঞা এবং ন্যায়বিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সন্তানের মালিকানা নিয়ে উভয় মহিলার যুক্তিতর্ক শোনার পর, রাজা প্রকৃত মাকে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু উভয় মহিলার দাবি এতো জোরালো এবং সঠিক বলে মনে হয়েছিল যে কার দাবি সঠিক কেউই বুঝতে পারল না।

রাজা অন্য কোনো উপায় দেখলেন না। অবশ্য তার মনে একটি ধারণা জন্ম নিল। রাজা তার সিদ্ধান্ত দিলেন এবং তার লোকজনকে আদেশ দিলেন শিশুটিকে কেটে দুই টুকরা করার জন্য এবং প্রত্যেক মহিলাকে একটি টুকরা দেবার জন্য। এতে একজন মহিলা সন্তুষ্ট হলেন এবং রাজাকে বললেন তাকে তার অংশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু অন্য মহিলাটি রাজার আদেশ শুনে কেঁদে চিৎকার করে উঠল এবং শিশুটিকে না কাটার জন্য রাজাকে অনুরোধ করল এবং অন্য মহিলাকে শিশুটিকে দিয়ে দিতে বলল।

তখনই রাজা বুঝতে পারলেন এবং প্রকৃত মাকে চিনতে পারলেন আর পরবর্তী মহিলাকে শিশুটি দেবার জন্য বললেন। তিনি প্রথম মহিলাকে তার মিথ্যা দাবির জন্য শাস্তি প্রদান করলেন।

74 হযরত আব্দুল কাদির ও তার সত্যবাদিতা

হযরত আব্দুল কাদির ছিলেন ইসলামের একজন মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ইরাকের জিলানে জন্ম নিয়েছিলেন। তার জন্মের আগেই তার বাবা মারা যান। তার মা তাকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাগদাদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক এবং তিনি তাকে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখিয়েছিলেন। তাকে পাঠানোর সময় তার মা তার জামার আস্তিনে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা সেলাই করে দিলেন এবং কখনো মিথ্যা না বলার উপদেশ দিলেন। ঐ সময় রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল না; প্রায়ই ডাকাতদল পথচারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তাদের মালামাল ও টাকা-পয়সা ল্ু ন করত।

বালকটি একটি ব্যবসায়ী দলের সাথে বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল কিন্তু পথিমধ্যে ডাকাতদল তাদের উপর আক্রমণ করল এবং তাদের টাকা-পয়সা লুট করল। একজন ডাকাত বলল বালকটির কাছে অবশ্যই কিছু আছে। ডাকাত সরদার বলল যে হয়তো বালকটির কাছে কিছুই নেই। বালক আব্দুল কাদির বলে উঠল, "না, না, আমার জামার মধ্যে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা সেলাই করা আছে।" ডাকাত সরদার অবাক হল এবং বলল, "তুমি ব্যাপারটা প্রকাশ না করলেও পারতে।" বালকটি বলল, "বিপদের মুহূর্তেও কখনো মিথ্যা না বলতে মা আমাকে আদেশ দিয়েছেন।" ডাকাতদল তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হল এবং ডাকাতি ছেড়ে দিল।

75 একটি সিংহের নির্বুদ্ধিতা

একদা একটি সিংহ নির্দয়ভাবে বনের নিষ্পাপ প্রাণীগুলোকে হত্যা করতে শুরু করল। প্রত্যেকটি প্রাণী ভয়াবহ দুশ্চিন্তা ও ভীতিকর অবস্থায় তাদের দিন অতিবাহিত করছিল। একদিন সকল প্রাণী মিলে একটি বৈঠকের আয়োজন করল। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তাদের একজন করে প্রতিদিন সিংহের গুহায় যাবে। ধারাবাহিকভাবে সিংহ তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রতিদিন অন্তত একটি প্রাণীকে পেতে থাকল। একদিন ইঁদুরের আসার দিন ছিল। ইঁদুরটি দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গুহার দিকে আসছিল।

হঠাৎ করে সে একটি পরিকল্পনা আঁটল। ইঁদুরটি অনেক দেরি করে গুহাতে আসলো। সেখানে গিয়ে সে দেখল যে সিংহটি খুবই রেগে আছে। সিংহ গর্জন করে ইঁদুরকে বলল, "কেন তোমার দেরি হল এবং কেন তুমি আমাকে ক্ষুধার্ত করলে?" ইঁদুরটি বলল, "পথে আমার আপনার মতই একজনের সাথে দেখা হয়েছিল।" সিংহ তখন রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "এই বনে আমার মত কেউ থাকতে পারে তা অসম্ভব।" তখন ইঁদুরটি ঐ বনে অন্য সিংহকে দেখানোর জন্য সিংহটিকে রাজি করিয়ে ফেলল এবং তাকে একটি কূপের কাছে নিয়ে গেল। কুয়ার পাশ থেকে ইঁদুরটি বলল যে এই সেই অন্য সিংহ। তারপর সিংহটি কূপের মধ্যে উঁকি দিল এবং তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। সিংহটি রাগান্বিত হয়ে বোকার মত কূপের মধ্যে লাফ দিয়ে হারিয়ে গেল। এবং এভাবে ইঁদুরটি প্রাণে বেঁচে গেল।

এভাবে বনের সব পশুরা মুক্তি পেল। আসলে সিংহ খুবই শক্তিশালী হলেও খুবই ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রাণী ইঁদুরটির চালাকির তুলনায় সে মোটেই চালাক নয়। পরিশেষে, সিংহের শারীরিক শক্তি ক্ষুদ্র ইঁদুরের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হল।

76 একজন মুদি দোকানদার এবং একজন ফল বিক্রেতা

একদিন একজন মুদি দোকানদার একজন ফল বিক্রেতার নিকট হতে একটি দাড়িপাল্লা ও কিছু বাটখারা ধার করেছিল। কিছুদিন পর ফল বিক্রেতা মুদি দোকানদারের কাছে তার বাটখারাসহ দাড়িপাল্লা ফেরত চাইল। মুদি দোকানদার ঐ সকল ধার করা জিনিসপত্র ফেরত দিতে ইচ্ছুক ছিল না। বরং সে

ফল বিক্রেতাকে বলল ইঁদুর তার দাড়িপাল্লা ও বাটখারা খেয়ে ফেলেছে। অসৎ মুদি দোকানদারের মিথ্যা বাহানা ফল বিক্রেতাকে খুব রাগান্বিত করল। কিন্তু সে তার রাগ দমন করল এবং বলল যে এটি তার মন্দ ভাগ্য ছিল। ধূর্ত মুদি দোকানদার তাকে বোকা ভাবল। কিন্তু ফল বিক্রেতা তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করছিল।

ফলে, একদা ফল বিক্রেতা মুদি দোকানদারের কাছে তার পুত্রকে তার সাথে শহরে যেতে দেওয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছিল যেহেতু সে সেখানে কিছু কেনাকাটার জন্য যাচ্ছিল। মুদি দোকানদার তার পুত্রকে তার (ফল বিক্রেতা) সাথে যেতে অনুমতি প্রদান করল। পরবর্তী দিন ফল বিক্রেতা শহর থেকে একাকী ফিরে এলো। মুদি দোকানদার তার পুত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে ফল বিক্রেতা জবাব দিল একটি কাক তার পুত্রকে নিয়ে গেছে। এতে মুদি দোকানদার খুব রাগান্বিত হল এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলল এবং কীভাবে একটি কাক তার পুত্রকে নিয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। ফল বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল যেভাবে ইঁদুর তার দাড়িপাল্লা ও বাটখারা খেয়ে ফেলতে পারে সেভাবে তার পুত্রকে কাক নিয়ে গেছে। মুদি দোকানদার বুঝেছিল ফল বিক্রেতা কী বোঝাতে চায়। সে (মুদি দোকানদার) ফল বিক্রেতার দাড়িপাল্লা ও বাটখারা ফেরত দিল এবং ফলবিক্রেতাকে তাকে মিথ্যা বলার জন্য ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করল এবং তার সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধও করল। ফল বিক্রেতা তার ছেলেকে তার নিকট ফেরত পাঠাল। এভাবে ফল বিক্রেতা মুদি দোকানদারকে একটি উচিত শিক্ষা দিয়েছিল যাতে সে (মুদি দোকানদার) এমন খারাপ কাজ আর না করে।

77 আল-াহ তাদের ভালোবাসেন যারা মানবজাতিকে ভালোবাসেন

আবু বিন আদম নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি খুব ভালো ও সৎ ছিলেন। এক রাত্রে আবু তার নামাজ পড়লেন এবং তারপর তিনি দেখলেন একজন ফেরেশতা একটি সোনার বইয়ে লিখছিলেন। তিনি ফেরেশতাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কী লিখছেন। ফেরেশতাটি বললেন তিনি তাদের একটি তালিকা তৈরি করছেন যারা বিধাতাকে ভালোবাসেন। আবু জিজ্ঞাসা করলেন তার নাম কি ঐ তালিকাতে রয়েছে। তিনি বললেন, না। আবু খুবই হতাশ হয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সেখানে কেন তার নাম নেই। ফেরেশতাটি বললেন, "তালিকাটিতে যারা মানবজাতিকে ভালোবাসেন তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা। একজন মানুষ হয়তো অসৎ হতে পারে এবং সর্বদা মিথ্যা বলতে পারে, সেটা কোনো বিষয় না, তোমার তাকে ভালোবাসা উচিত। তোমার ধনী দরিদ্রের মধ্যে, সাদা-কালোর মধ্যে, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নয়। আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তার সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। একজন মানুষ খারাপ হতে পারে কিন্তু সেও ঐ একই আল্লাহর সৃষ্টি যিনি একজন ভালো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"

আবু তার ভুল বুঝতে পারলেন যে তিনি ভালো ব্যবহার করেন না যদিও তিনি সৎ ও আন্তরিক ছিলেন। তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং একটি পণ করলেন যে তিনি কখনও খারাপ আচরণ করবেন না। তিনি ভাবলেন এ ঘটনা স্রষ্টার নিকট থেকে একটি নির্দেশনা হবে। এই ঘটনার মাধ্যমে হয়ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তখন থেকে আবু খুব ভাল আচরণ শুরু করলেন এবং যাদের সাথে তিনি খারাপ আচরণ করেছিলেন তাদের কাছে অপরাধ স্বীকার করলেন।

কয়েক মাস পর ফেরেশতাটি একইভাবে তার সামনে আবির্ভূত হন এবং তাকে বলেন যে তিনি তাদের নাম তালিকাভুক্ত করছেন যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন এবং আবু বিন আদম-এর নাম তালিকার শীর্ষে।

78 বিধবা এবং তার দান

একদা আরবে একজন গরিব বিধবা বাস করতেন। তার একটি কন্যা ও একটি পুত্র ছিল। কষ্টের সাথে তাকে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে হতো। তিনি একজন ধর্মভীরু খ্রিস্টান ছিলেন। তার সম্পদ হিসাবে শুধুমাত্র একটি মুদ্রা ছিল, কিন্তু তিনি সেটা গির্জার ব্যয় নির্বাহে প্রদান করেন। সেখানে গির্জায় টাকা দান করার একজন ধনী ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি তার অর্ধেক সম্পত্তি গির্জায় দান করেন, যা অনেক ছিল এবং জনসাধারণ তার দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকাতো। কেউ দরিদ্র/গরিব বিধবার দিকে তাকায়নি।

যীশু খ্রিস্ট পাশেই বসে ছিলেন। তখন যীশু তার শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সর্বশক্তিমান বিধাতার সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত?" প্রত্যেকে জবাব দিল– ধনী ব্যক্তিটি। কিন্তু যীশু বললেন, "না, এটি হলো গরিব বিধবা। তিনি তার জীবনযাত্রা নির্বাহের থেকেও বেশি দিয়েছেন। তার এই বিশ্বাস ছিল যে স্রষ্টা তাকে খাবার যোগান দিবেন, সুতরাং তিনি আশা করেন ও তাঁকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি শুধুমাত্র তার অর্ধেক দিয়েছিলেন। তিনি এখনও পর্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তুমি কতটা দান করবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তুমি আনুপাতিক হারে কতটা দান করেছ। দয়া করে মন থেকে দান কর, চাপে পড়ে নয়, অন্যান্যদের দেখানোর জন্য নয় যে তুমি সাহায্য করতে কতটা দয়ালু, প্রদর্শন করার জন্য নয়, শুধুমাত্র হৃদয়/মন থেকে এটি কর। বিধাতা সেটি মূল্যায়ন করবেন।" জনসাধারণ তখন হতবাক হয়ে গেলেন এবং তাদের চিন্তা করার ভুল পথ বুঝতে পারলেন। তিনি তাদেরকে আরও বললেন ধনী ব্যক্তিটি যা দরকার ছিল না সেই টাকা দিয়েছিল, কিন্তু গরিব বিধবা তার বেঁচে থাকার জন্য যা ছিল সব দিয়েছিল। যীশু যোগ করলেন, "এটিই তার উদ্দেশ্য ছিল যা সবকিছুর উর্ধ্বে।"

79 নামবি– একজন গল্পকথক/গল্পকার

সোমাল, মেমপাই বনভূমির অদূরে পৃথিবীর বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন তিনশরও কম লোকসংখ্যা অধ্যুষিত একটি গ্রাম। সবচেয়ে নিকটবর্তী বাস স্টপটি ছিল ১০ মাইল দূরে। তথাপিও গ্রামবাসীরা এক ধরনের অন্তহীন ইন্দ্রজালের মধ্যে বাস করত। ঐন্দ্রজালিক ছিলেন গল্পকার নামবি। তাঁর বয়স ছিল ষাট বা সত্তর। তিনি নিরক্ষর ছিলেন এই হিসেবে যে লিখিত শব্দ তাঁর কাছে ছিল রহস্যজনক। কিন্তু তিনি মাথা খাটিয়ে মাসে একটি গল্প তৈরি করতে পারতেন। প্রত্যেকটি গল্প বলতে প্রায় দশ দিন লাগত। গ্রামের এক প্রান্তে ছোট্ট মন্দিরটি ছিল তার বাড়ি এবং তিনি দিনের বেশির ভাগ সময় মন্দিরের সামনে একটি বটগাছের নিচে কাটাতেন। তিনি জ্যোৎস্নারাতে বটগাছের এক কোটরে বাতি জ্বালাতেন এবং গ্রামবাসীরা গল্প শুনতে সেখানে জড়ো হত। তিনি কখনো একই গল্প পুনরায় বলতেন না।

এক চাঁদনি রাতে তিনি গাছের নিচে বাতি জ্বালালেন। শ্রোতারা আসলো। বৃদ্ধ লোকটি তাঁর আসন গ্রহণ করলেন এবং গল্প শুরু করলেন। "..... রাজা বিক্রমাদিত্যের জীবদ্দশায় তার মন্ত্রী ছিল ....." তিনি থামলেন। তিনি এর বেশি বলতে পারলেন না। তিনি বারবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। নামবি মাথা নিচু করে বসে রইলেন এবং তার বন্ধু মেরি ছাড়া সবাই চলে গেল। "বার্ধক্য, বার্ধক্য হঠাৎ করে আমার উপর এসেছে।" পরের দিন তিনি আবার কোটরে বাতি জ্বালালেন। গ্রামবাসীরা এলো কিন্তু তিনি গল্পটি বলতে পারলেন না। গ্রামবাসীরা চলে গেল। পরবর্তী চাঁদনী রাতে নামবি পুনরায় কোটরে বাতি জ্বালালেন কিন্তু খুব কমসংখ্যক গ্রামবাসী এসেছিল। নামবি গ্রামবাসীদেরকে পরের দিন অবশ্যই আসতে বললেন কারণ তাঁর একটি মহৎ

গল্প বলার ছিল। গ্রামবাসীরা পরের দিনও এসেছিল। তারা ভেবেছিল যে গল্পকার তার শক্তি ফিরে পেয়েছে। নামবি তাঁর গল্প শুরু করলেন, "দেবীই আমাদের দান করেন, আবার তিনিই তা নিয়ে যান। সব তেল ফুরিয়ে গেলে বাতি কীসের জন্য? দেবীকে ধন্যবাদ.....। পৃথিবীতে এটাই আমার শেষ কথা এবং এটাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প।" এরপর নামবি আর কখনো কথা বলেননি। বাকি জীবন তিনি সম্পূর্ণ নিরবতায় কাটিয়েছিলেন।

80

পথশিশু রবি

রবি একজন গরিব ছেলে। সে ঢাকার রাস্তায় বসবাস করে। ধুলার স্তর এবং ঝুলকালি তার ফর্সা চামড়াকে একেবারে বাদামি করে ফেলেছে। তার বয়স ১২ বছরের বেশি নয় কিন্তু দীর্ঘ বছরের অপুষ্টির কারণে তাকে ছোট দেখায়। ছেঁড়া হাফ প্যান্টে তাকে ১০-এর মত দেখায়। যথাযথ যত্নে থাকলে সে একটি সুন্দর শিশু হতে পারত। তার বাবা-মা তাকে কম/ছোট বয়সে ত্যাগ করেছে এবং সে জানে না তারা কোথায় বসবাস করে।

রবি সাধারণত মতিঝিল এলাকায় ঘোরাফেরা করে এবং পুরনো ছেঁড়া কাগজ, বোতল এবং অন্যান্য কিছু সংগ্রহ করে জীবিকার্জন করে। সে ময়লার মধ্যে খাবার অন্বেষণ করে এবং তার মধ্যে ভালোটা সংগ্রহ করে। সে তখন বোতলগুলো বিক্রি করে এবং প্রতিদিন ১০০ বা ১৫০ টাকা উপার্জন করে। মাঝে মাঝে যখন সে বিক্রি করার মত কিছু পায় না তখন তাকে হোটেল থেকে খাবার এবং জনগণের নিকট হতে টাকা ভিক্ষা করতে দেখা যায়। সে মূলত তার বিক্রিত টাকা হতে পাউরুটির টুকরো কিনে এবং হাসপাতালে উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে বেঁচে যাওয়া খাবারও খায়।

একজন সাংবাদিক, সুজন, তাকে (রবি) প্রায় রোজই মতিঝিলে কাগজ ও বোতল সংগ্রহ করতে দেখে। কৌতূহলবশত সে একদিন রবিকে ডাকে এবং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তার সম্পর্কে সবকিছু শুনে সুজন উদ্বেলিত হয়েছিল। সে ভাবল যে রবি, যার অর্থ শূর্যত্মসে একজন পথশিশু এবং সমাজের নোংরামি ও অবহেলার কারণে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। তিনি তখন রবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার স্বপ্ন কী?" রবি তখন বলল যে তার স্বপ্ন এক থালা ভাত, মুরগির বড় টুকরা এবং মিষ্টি। সে আরও বলল যে সে লেখাপড়া করতে চায়। সুজন তার এতো ক্ষুদ্র স্বপ্নের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ দেখে খুবই আনন্দিত হল। সে রবিকে বলল, "এসো! আমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করব।" রবি তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

দশ মিনিটের মধ্যে রবি দেখতে পেল সে একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে/হোটেলে চেয়ারে বসা এবং টেবিলে বাটি ভর্তি ভাত, গরুর মাংস এবং মুরগির ঝোল তার সামনে রাখা। রবি আনন্দের সাথে ভাত ও মাংস গব গব করে খেল এবং আহা আহা করছিল। সম্মানিত ব্যক্তিদের মাঝে বসে, সে তৃপ্তি সহকারে খেল। পরবর্তী দিন সুজন রবিকে একটি নৈশ বিদ্যালয়ে নিয়ে গেল এবং ভর্তি করল। এখন রবি তার জীবিকা আয় করে দিনে আর রাতে বিদ্যালয়/স্কুলে যায়। সুজন, এখন রবির জন্য একটি খুব ভালো/সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

81

সাদিয়ার জীবনের দুর্দশা

সাদিয়া মফস্বল কলেজে পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থী। ঢাকায় তার একজন চাচা আছেন যিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য এইচ.এস.সি পরীক্ষার পর তাকে ঢাকায় আসতে বলছেন। সাদিয়ার পিতামাতা, যা হোক সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন যে তারা তাদের কন্যাকে ঢাকায় পাঠাবেন নাকি পাঠাবেন না। তার পিতামাতা তার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত/উদ্বিগ্ন, কারণ 'ইভ টিজিং' এর ন্যায় অনেক খারাপ/চরম অপরাধ ঢাকা শহরে ঘটছে। সকল ধরনের নেতিবাচক দিক ভাবা সত্ত্বেও সাদিয়ার বাবা-মা তাকে ঢাকায় পাঠাতে সম্মত হয়। সাদিয়া 'বদরুন্নেছা মহিলা কলেজে' ভর্তি হয়।

একদিন সে হেঁটে কলেজে যাচ্ছিল। একটি ছেলে তাকে কিছু খারাপ শব্দ বলে। সাদিয়া লজ্জায় ঘটনাটি এড়িয়ে যায়। অন্য এক সন্ধ্যায় সে তার এক চাচাত ভাই/বোন এর সঙ্গে ন্যাশনাল পার্কে যাচ্ছিল। কিছু ছেলে তার হাত স্পর্শ করেছিল। সে ছেলেগুলোর একটিকে চড় মেরেছিল। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল ঐ পরিস্থিতিটির জন্য।

পরবর্তী দিন যখন সে তার কলেজের বাইরে দিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেগুলো তার উপর এসিড নিক্ষেপ করে এবং তাদের দিকে লোক আসতে দেখে ছুটে পালিয়ে যায়। সাদিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে সাদিয়ার জীবনে। সাদিয়ার মুখ পুরোপুরি পুড়ে গিয়েছিল।

82

একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

১৯৯৯ সালের ১৫ই জুন, বিকাল ৫টায় আমি কলেজ হতে বাড়ি ফিরছিলাম। সন্ধ্যায় আমি নামাজ পড়েছিলাম। তারপর যথারীতি আমি তিন ঘণ্টা পড়াশুনা করেছিলাম। পরবর্তীতে, আমি আমার রাতের খাবার খেয়েছিলাম এবং প্রায় রাত ১১টায় বিছানায় গিয়েছিলাম। আমি গভীর ঘুমে ছিলাম। হঠাৎ মধ্য রাত্রিতে কিছু দূরে একটি চেঁচামেচি/শোরগোলে আমি জেগে উঠলাম। আমি বিছানা থেকে নামলাম এবং সে স্থানে ছুটে গেলাম।

আমি দেখলাম যে একটি কুঁড়েঘর পুড়ছিল। এটি একটি গরিব পরিবারের প্রিয় স্থান ছিল। আগুন কুঁড়েঘরের প্রত্যেক কোণকে গ্রাস করেছিল, ক্ষুধার্ত আগুন ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না।

সাহায্যের জন্য শোরগোল শুনে গৃহাভ্যন্তরের লোকজন জেগে গিয়েছিল এবং কোনোক্রমে তাদের জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু পরিবারের একমাত্র পুত্র, একটি বাচ্চা/শিশু জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ছিল। বাচ্চাটির মা পাগলের মত বিলাপ করছিল। সে তার সন্তান/পুত্রের উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছিল। সকলেই আগুন নেভানোর চেষ্টায় জড়ো হয়েছিল। কিন্তু কেউ কুঁড়েঘরে গিয়ে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করতে সাহস পায়নি।

শিশুটির দুর্দশা নিয়ে সেখানকার সকলেই চিন্তিত ছিল। এতে সকল জনসাধারণ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেখানে কিছু মুহূর্ত পিন পতন নীরবতা ছিল। তখন প্রত্যেকে দেখল যে যুবক তার বুকে ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসল। যুবকটির পোশাকে আগুন ধরে গেল। শিশুটির মা যুবক ব্যক্তিটির নিকট ছুটে গেল এবং তার সন্তানকে তার কোলে নিল। কিছু লোক যুবক ব্যক্তিটির নিকট বস্তা নিয়ে ছুটে গেল এবং কোনোভাবে নিষ্পাপ শিশুটির জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও সকল জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, দম্পতিটিকে তাদের পুত্র পেয়ে খুশি দেখাচ্ছিল।

83

আয়েশা বেগমের দুর্দশা

আয়েশা বেগমের তিন পুত্র এবং দুই কন্যা। তার স্বামী একজন ভূমিহীন কৃষক যে অন্যের জমিতে কাজ করত। কঠোর চেষ্টা করে যখন তাদের কন্যারা কিশোরী হয়েছিল তারা তখন তাদের বিয়ে দিয়েছিল। পুত্রদ্বয় তাদের বাবার সাথে দিনমজুরের কাজ শুরু করেছিল যখন সাহায্য করার মতো যথেষ্ট বয়স তাদের হয়েছিল।

সতের বছর বয়সের মধ্যেই তারা সকলে পার্শ্ববর্তী শহরে অর্থ উপার্জন করতে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল। প্রথমে মাঝে মাঝে তারা তাদের পিতামাতাকে টাকা পাঠাত। কিন্তু বিয়ে করার পর তারা খুব কমই তাদের পরিবারে সহায়তা করতে পারত। আয়েশা বেগম এবং তার স্বামী এখন বৃদ্ধ এবং দুর্বল।

বছরের পর বছর ধরে পুষ্টিহীনতা এবং অভাব তাদের চেহারায় বেশি বয়সের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছে। সবকিছুর মধ্যে শুধু তাদের ভাঙ্গা খড়ের ঘরটি টিকে রয়েছে। মরিয়া হয়ে উঠে আয়েশা বেগম তার নিজের ও তার বৃদ্ধ ও অক্ষম স্বামীর খাবারের জন্য গ্রামে ভিক্ষা করা শুরু করেছিল। কী তাকে পীড়িত করে সে সেটা জানে না এবং তা থেকে মুক্তির উপায়ও সে জানে না। সে বেঁচে থাকার জন্য খাবার সংগ্রহে খুব ব্যস্ত।
এখন সে তার জীবনের শেষ সময়ে এসে দারিদ্র্যের অভিশাপের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে।

84 **বাঘের হিংস্রতা**

একদা আমি একটি জঙ্গালের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি কিছু চমৎকার/আকর্ষণীয় হরিণ দেখছিলাম। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আমি আমার পথ হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ জঙ্গালের ভিতর দিয়ে একটি বাঘ আসতে দেখলাম। হরিণ বাঘের নিকট প্রিয়। এটি তাদের মহা আনন্দের খাবার। কিন্তু আমি জানি বাঘেরা হিংস্র। তারা মানুষদের জীবিত ছাড়ে না। আমি ভীত/ঘাবড়ে গেলাম। আমি কিছু সময়ের জন্য ভাবলাম। আমি দেখলাম যে বাঘটি হরিণের দিকে তাকিয়ে ছিল। হরিণটি ভীত হল এবং ভয়ংকর জন্তুটিকে দেখল। হরিণ লাফ দিতে ও দৌড়াতে পারত। এটি খুব দ্রুতগামী। কিন্তু এখানে সেখানে গাছ ছিল। বাঘটি লাফ দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু অনেক গাছের কারণে এটি হরিণের নিকট পৌঁছাতে পারল না। ক্ষুধার্ত বাঘটি প্রথমে আমাকে দেখতে পায়নি। যেহেতু আমি বাঘটিকে দেখেছিলাম, আমি একটি গাছে উঠার চেষ্টা করেছিলাম।
আমার নিকট গাছে আরোহণ খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এটি ছিল পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাকে সাহায্য করেছিলেন। অতি দ্রুত আমি গাছের একেবারে চূড়ায় পৌঁছেছিলাম। এই সময়ের মধ্যে, হিংস্র বাঘটি হরিণটিকে ধরে ফেলল এবং এর রক্ত খাওয়া শুরু করল। আমি সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। বাঘটি ধীরে ধীরে গভীর জঙ্গালে চলে গেল। আমি এটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। অতি আস্তে আস্তে/ধীরে ধীরে আমি বাড়ি ফিরে আসলাম।

85 **শেফালী : এক হতভাগা বালিকা**

শেফালী নামে দশ বছর বয়সী এক বালিকা সত্যিই গোলাপের মত সুন্দর ও নিষ্পাপ ছিল। সে হয়তো অন্য বালিকাদের ন্যায় শিক্ষিত হয়ে তার মহৎ গুণাবলীর সৌন্দর্য ও সৌরভ ছড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে তাকে আজ রাস্তায় ফুল বিক্রি করতে হয়। "ফুল নিবেন স্যার, একটা ফুল।"
এক সময় শেফালীর সব ছিল। অন্য সব বালিকাদের ন্যায় তার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু পদ্মানদীর নিষ্ঠুরতার কারণে তার সব স্বপ্ন ভেস্তে গেল। তার বাড়ি ছিল শক্তিশালী পদ্মার পাড়ে। সে তার বাবা-মা ও এক ছোট ভাইয়ের সাথে তার নিজ বাড়িতে সুখে থাকত। তারা ছিল এক স্বচ্ছল কৃষক পরিবার। কিন্তু ক্ষুধার্ত পদ্মা অনেক ঘরবাড়ি কেড়ে নিচ্ছিল। নদী ভাঙ্গানের ফলে একরাতে শেফালীর পরিবার তাদের সর্বস্ব হারায় কারণ বন্যা তাদের সব ফসল কেড়ে নেয়।
সবকিছু হারানোর পর তারা ঢাকায় এসেছিল। এখন শেফালীর পরিবার শহরের একটি বস্তিতে বাস করে। সড়ক দুর্ঘটনায় তার বাবা মারা যান। তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তার মাকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয়। তার মায়ের সামান্য আয় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়। মাঝে মাঝে তাদেরকে অনাহারে থাকতে হয়। শহরে তাদেরকে সাহায্য করার মত কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। তাই, শেফালী কিছু অর্থ উপার্জন করে তার মাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী, সে রাস্তায় ফুল বিক্রি শুরু করে। এখন, "ফুল নিবেন স্যার, একটা ফুল" বলে শেফালী ঢাকার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

86 **বীরবলের প্রজ্ঞা**

এক সুন্দর দিনে, আকবর তাঁর আংটি হারিয়ে ফেললেন। যখন বীরবল রাজ দরবারে পৌঁছালেন, আকবর তাকে বললেন, "আমি আমার আংটি হারিয়ে ফেলেছি। আমার বাবা আমাকে এটি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। দয়া করে এটি খুঁজে বের করতে আমাকে সাহায্য করো।" বীরবল বললেন, "চিন্তা করবেন না জাঁহাপনা। আমি এই মুহূর্তেই আপনার আংটি খুঁজে বের করবো।"
তিনি বললেন, "জাঁহাপনা, আংটিটি এই রাজ দরবারেই আছে। এটি একজন সভাসদের সাথে আছে। যে সভাসদের দাঁড়িতে খড় লেগে আছে তার কাছেই আছে আপনার আংটি।" যে সভাসদের কাছে বাদশাহ্‌র আংটিটি ছিল সে অবাক হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার দাঁড়িতে হাত রাখলো। বীরবল তা লক্ষ করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ সভাসদের দিকে নির্দেশ করলেন এবং বললেন, "অনুগ্রহ করে এই লোকটির তল্লাশি নিন। তার কাছে আছে বাদশাহ্‌র আংটি।"
আকবর বুঝে উঠতে পারলেন না কিভাবে বীরবল তাঁর আংটিটি খুঁজে বের করলেন। বীরবল তারপর আকবর কে বললেন একজন দোষী ব্যক্তি সব সময়ই ভয়ে থাকে।

87 **সঠিক বিচার**

অনেক দিন পূর্বে বাংলায় একজন সুলতান ছিলেন। তাঁর নাম ছিল গিয়াস উদ্দিন আজম। তাঁর রাজধানী ছিল ঢাকার নিকটে সোনারগাঁ। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু শাসক ছিলেন। সুলতানের শখ ছিল শিকার করা। একদিন তিনি জঙ্গালে শিকার করতে গেলেন। একটি হরিণ শাবককে লক্ষ্য করে গুলি করলেন এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এক বিধবার ছেলেকে আঘাত করল। বিধবা কাজীর নিকটে এসে সুলতানের বিরুদ্ধে বিচার দাবি করলেন। প্রথমে কাজী হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এই ভেবে যে তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবেন কিনা।
কাজী সুলতানকে বললেন যে তাঁকে বিধবার যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইহা শুনে সুলতান দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং কাজীর নিকট গিয়ে বললেন, "কাজী, আমি আপনার সততা ও সাহসে গর্বিত, সত্যি ই আপনি এই পদের যোগ্য। আমার দেশে আপনার মত লোক দরকার।" প্রত্যুত্তরে কাজী বললেন, "সুলতান, বিশ্বাস করুন, যদি আপনি আমার বিচারকে অমান্য করতেন আমি আমার বেত দ্বারা আপনাকে সেভাবে আঘাত করতাম যেভাবে অন্য সাধারণ মানুষদেরকে করে থাকি।" সুলতান বিধবাকে তার পুত্র হারানোর জন্য অঢেল সম্পদ দান করলেন।

88 **সদয় ব্যক্তি সকলের ধন্যবাদ অর্জন করে**

গতকাল আমি কলেজে যাচ্ছিলাম। লালবাগ বাসস্ট্যান্ড অতিক্রমকালে আমি দেখলাম, বৃত্তাকারে বড় এক ভিড় জমেছে। কৌতূহলবশে আমি সেখানে গেলাম আর কী ঘটছে তা দেখার জন্য ভিড়ের ফাঁকে উঁকি দিলাম। অত্যন্ত বিস্ময়ভরে আমি দেখলাম, একটি ছেলে সেখানে শুয়ে আছে। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম, সে আমার প্রতিবেশী ছেলে তারেক। সেখানকার লোকজন আমাকে বলল, একটি বেবি-টেক্সি তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। তার রক্তপাত হচ্ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে একটি রিকশা ডেকে আমি তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানকার ডাক্তাররা তাকে ব্যান্ডেজ করে কিছু

চিকিৎসা দিলেন। তারা তাকে সন্ধ্যাবেলা ছাড়পত্র দিলেন। তাকে আমার কাঁধের উপর নিয়ে আমি একটি অটোরিকশা নিলাম এবং তাকে তার মালিবাগের বাসায় নিয়ে গেলাম।

সে তখন পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় তার মা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে পরিবারের সকল সদস্য কাঁদতে শুরু করলেন। যা হোক, আমি তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং সে নিরাপদ থাকায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে বললাম।

আমি তখন চলে আসব। তারেকের পরিবারের সকল সদস্য আমাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালেন।

89 উদাসীনতার পরিণাম

লিমা ঢাকার একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। তিনি তার অফিসের কাছে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়িতে একা থাকেন। গত শুক্রবারে যখন তিনি ছুটির দিনের আমোদের আহার হিসেবে মুরগির মাংসের তরকারি রান্না করছিলেন, তার ফোন বেজে উঠল। তিনি ফোন ধরতে বেডরুমে ছুটে গেলেন। এটা ছিল তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি লিমাকে তাড়াতাড়ি অফিসে হাজির হতে বললেন। লিমা পোশাক পরে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি একটি রিকশা নিয়ে অফিসে গেলেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কক্ষে প্রবেশের আগমুহূর্তে তার মনে পড়ল যে অফিসে আসার পূর্বে তার গ্যাসের চুলার আগুন নেভানো হয়নি। যা হোক, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কক্ষে ঢুকে তাকে সালাম দিলেন। তিনি লিমাকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। তিনি বসলেন। তখন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার সদ্য করা একটি কাজের সমালোচনা করা শুরু করলেন। তিনি লিমাকে বললেন যে ফাইলটিতে তার ব্যবহৃত ভাষা মানসম্মত ছিল না। তিনি লিমাকে সে দিনই বাসায় বসে সেটি আবার লিখতে বললেন। লিমা সম্মত হয়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশের সাথে সাথে লিমা ভেতরে ধোঁয়া টের পেলেন। তিনি শঙ্কিত চিত্তে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন যে তার কড়াইটি লেলিহান আগুনে জ্বলছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারকম ফোনের মাধ্যমে নিরাপত্তা কর্মীদের ডাকলেন। তারা এসে ফায়ার বক্সের সাহায্যে আগুন নিভাল।

লিমা আর কখনও তার রান্নাঘর নিয়ে উদাসীন না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে বাড়ি ত্যাগের পূর্বে তার স্টোভটি নেভানো উচিত ছিল। এটা ছিল তার জীবনে এক নতুন শিক্ষা।

90 গরিব বালকের ক্ষুধানিবৃত্তি

জায়েদ এক ছোট্ট ছিপছিপে বালককে নিয়মিত মেডিকেল কলেজের ফটকে দেখতেন। বালকটির বয়স ১০ বছরের বেশি হবে না কিন্তু অপুষ্টির কারণে তাকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাত। দেখলে মনে হত সে বহু দিন এক বেলার পূর্ণ খাবার পায়নি।

জায়েদ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী? কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছ?" ছেলেটি উত্তরে বলল, "আমি রহিম। আমি খাবারের খোঁজে আছি। কেউ যদি আমার পুরো এক বেলার খাবারের ব্যবস্থা করত....."

জায়েদ তাকে একটি নিকটবর্তী রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন আর তাকে ভাত, মুরগির মাংস, শাকসবজি ও পোলাও খাওয়ালেন। রহিম পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে খেল। তার চেহারা ও অভিব্যক্তিতে তাকে জায়েদের কাছে কৃতজ্ঞ মনে হল। তার একমাত্র আশা ছিল যদি সে প্রতিদিন এভাবে পেট ভরে খেতে পারত।

জায়েদ তাকে ওজন মাপার একটি যন্ত্র কিনে দিলেন আর অর্থের বিনিময়ে পথচারীদের ওজন মেপে দিতে বললেন। রহিম তাই করল আর একটি শিশু উপযুক্ত পন্থায় উপার্জন শুরু করল। এখন সে প্রতিদিন তিন বেলা পেট ভরে খায়।

91 ভালো ব্যবহার সর্বদাই পুরস্কৃত হয়

একদা একজন ভদ্রলোক একটি অফিস নির্বাহী বালকের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন এবং পদটির জন্য ষাটটি আবেদনপত্র পেলেন। তিনি সকলকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকলেন। ভদ্রলোকটি ধৈর্য্য সহকারে তাদের সাক্ষাৎকার নিলেন এবং একজনকে নির্বাচন করলেন যার কোনো প্রশংসাপত্র বা সুপারিশ ছিল না। তখন অন্যান্য আবেদনকারীরা চলে গেলেন। বালকটি অফিস নির্বাহী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ ছিল অনেক। প্রথমত ছেলেটি শান্ত স্বভাবের ছিল। অন্যরা যা বলছিল সে শান্তভাবে তা শুনছিল। দ্বিতীয়ত সে তার কর্তব্য সম্পর্কে অনেক সচেতন। যখন সে রুমের ভেতরে প্রবেশ করেছিল সবাইকে সালাম দিয়েছিল এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বিরক্ত করে এরকম কোনো আওয়াজ করছিল না। তৃতীয়ত, সে অন্যের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় তা জানে। চতুর্থত, সে প্রবেশ করার পূর্বে ম্যাট্রিসে তার পা মুছে প্রবেশ করেছিল। এরকম অফিসের আচার ব্যবহার ও কাজ সম্পর্কে সে ভালো জানে। পঞ্চমত অথবা সর্বশেষে সে একটি বৃদ্ধ লোককে সাহায্য করেছিল যে অফিসে কিছু কাজের জন্য এসেছিল। এটি তার ভদ্রতা ও মানবিকতা প্রকাশ করে। এসব ছাড়াও সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা যা যা প্রশ্ন করেছিল সে তার সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিল। যদিও অন্যান্য আবেদনকারীদের প্রশংসাপত্র এবং সুপারিশ ছিল, ছেলেটির কিছু বিশেষ গুণ ছিল যা তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল। এসব গুণ দেখে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা মুগ্ধ হয়েছিল। তাই লোকটি কোনো প্রশংসাপত্র অথবা সুপারিশ ছাড়াই তাকে অফিস নির্বাহী হিসেবে মনোনীত করল।

92 একটি অপরিচিত জায়গাও ভালো হতে পারে

এটা অরণ্যর জন্য একটি অদ্ভুত দিন ছিল কারণ তাকে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় একটি ফার্মে যোগদান করতে হচ্ছিল। এটি ছিল ঘন জঙ্গলে অবস্থিত একটি ফলের ফার্ম। তাকে দেশটির দক্ষিণ দিকের সর্বশেষ প্রান্তে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। সে দু'দিন আগে নিয়োগপত্রটি পেয়েছিল। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সে অবশেষে সেখানে যোগদান করার মন:স্থির করেছিল। কিন্তু এখনো এক অদ্ভুত অনুভূতি তার মনকে তাড়া করছিল। সে ভাবছিল তার সবকিছু ঢাকাতে রয়েছে তার পৈত্রিক বাড়ি, তার পরিবার, তার বন্ধুরা, তার শিকড়–কী নেই? ..... শহরটি ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন ছিল।

সে ভাবতে লাগল আর ভাবতে লাগল এবং নিজেকে বোঝাল যে, এটি একটি কঠিন যুগ। কারো ইচ্ছা মত কেউ যেকোনো সময়ে একটি চাকরি পেতে পারে না। না যাওয়াটা বড় বোকামি হবে। তার যোগদানের তারিখের আগের দিন সে একটি ট্রেনে উঠল।

দু:খ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জানালার পাশে একটি সিটে সে বসল। শীঘ্রই মুক্ত বাতাস তার মন ভরিয়ে তুলল। তখন সে তার চাকরিটি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

বিকেলে ট্রেনটি খুলনা রেল স্টেশনে পৌঁছল। আহ! কী সুন্দর! দক্ষিণ বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে প্রফুল্ল করে তুলল। সে এমন চমৎকার জায়গায় চাকরি পাওয়ার জন্য নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

পরের দিন সে তার অফিসে যোগদান করতে গেল। সে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মনে করল। তার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

93

এক মেষশাবকের উপস্থিত বুদ্ধি

একদা এক ছোট মেষশাবক এক ভেড়ার পালের সাথে তৃণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছিল। খুব বেশি দুষ্টামিপূর্ণ হয়ে, ছোট মেষশাবকটি ভেড়াদের থেকে কিছুটা দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এটি সেখানে পাওয়া সতেজ ও সুস্বাদু ঘাস খাচ্ছিল। এটি তার দল থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল, কিন্তু সে বিষয়ে এটি অসচেতন ছিল।

মেষশাবকটি আরেকটি ঘটনা সম্পর্কেও অসচেতন ছিল: একটি নেকড়ে তাকে অনুসরণ করে খুব কাছাকাছি ছিল!

যখন মেষশাবক বুঝতে পারল যে, এটি তার রাস্তা হারিয়েছে এবং তার দল থেকে অনেক দূরে রয়েছে, সিদ্ধান্ত নিল যে, এটি ফিরে যাবে এবং তাদের সাথে যোগদান করবে। যা হোক মেষশাবকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুধার্ত ও চতুর নেকড়েটিকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। মেষশাবকটি বুঝতে পারল যে, নেকড়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার কাছে আর কোনো উপায় নেই।

মেষশাবকটি নেকড়েকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আমাকে খেতে যাচ্ছ?"

নেকড়েটি বলল, "হ্যাঁ, যেকোনো মূল্যে!"

মেষশাবকটি আবার বলল, "কিন্তু তুমি কি আরো কিছু সময় অপেক্ষা করবে? আমি এখন অনেক ঘাস খেয়েছি এবং আমার পেট ঘাসে পরিপূর্ণ। যদি তুমি আমাকে এখন খাও, তাহলে তা ঘাস খাওয়ার মতই মনে হবে! তাই ঘাস পরিপাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

নেকড়েটি রাজি হল, "ওহ আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করব। তুমি আমার সামনে আছ এবং আমি কিছু সময় অপেক্ষা করতে পারব।

মেষশাবকটি নেকড়েটিকে ধন্যবাদ দিল। কিছু সময় পর নেকড়েটি মেষশাবকটিকে হত্যা করতে তৈরি হল, কিন্তু মেষশাবকটি তাকে আবার থামাল।

"প্রিয় নেকড়ে, দয়া করে আরো কিছু সময় অপেক্ষা কর। ঘাস এখনো পরিপাক হয়নি। এখন যদি তুমি আমাকে খাও, তুমি আমার পেটে অনেক ঘাস দেখতে পাবে! আমাকে নাচতে দাও এবং তখন এটি সহজেই পরিপাক হবে।"

নেকড়ে রাজি হল।

ছোট মেষশাবকটি অত্যুৎসাহে কিছু সময়ের জন্য নাচলো এবং হঠাৎ করে থেমে গেল।

নেকড়েটি কী হয়েছে জিজ্ঞেস করল।

মেষশাবকটি বলল, "আমি সঠিকভাবে নাচতে পারছি না, কারন কোনো সংগীত নেই। তুমি কি আমার গলায় ঘন্টাটি দেখতে পাচ্ছ? তুমি কি ঘণ্টাটি খুলবে এবং এটি উচ্চস্বরে বাজাবে? তখন আমি দ্রুত নাচতে পারব এবং আমার পেটের ঘাসগুলো দ্রুত পরিপাক হবে।"

নেকড়েটি মেষশাবকটিকে খাওয়ার বাসনায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই সে যেকোনো কিছু করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে মেষশাবকটির গলায় বাধা ঘণ্টাটি খুলল এবং যত জোরে সম্ভব এটি বাজাতে লাগল।

ইতোমধ্যে মেষপালক ছোট মেষশাবকটিকে খোঁজ করতে লাগল এবং ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল। সে মেষশাবক ও নেকড়েটিকে দেখতে পেল। সে একটি লাঠি নিয়ে নেকড়ের দিকে দৌড়ে গেল। মেষপালককে লাঠি হাতে দেখে নেকড়েটি পালিয়ে গেল এবং মেষশাবকটি রক্ষা পেল।

94

সততা সর্বদাই প্রশংসিত হয়

একদিন চতুর্থ শ্রেণির এক ছোট বালক স্কুল প্রাঙ্গণের সামনে একটি ৫০০ টাকার নোট পেল। তৎক্ষণাৎ সে এটি তার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট নিয়ে গেল। তিনি বললেন, ওহ, বালক, তোমাকে ধন্যবাদ। আমি কার টাকা সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।" শ্রেণি শিক্ষক বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের নিকট জানালেন। তিনি বালকটিকে তার চেম্বারে ডাকেন। বালকটি সেখানে গেলে প্রধান শিক্ষক তার খুব প্রশংসা করলেন। পরের দিন প্রধান শিক্ষক সকল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সামনে ঘোষণা করেন যে ৫০০ টাকার একটি নোট পাওয়া গেছে। তিনি বললেন যে, প্রকৃত মালিকের এটি নেওয়া উচিত এবং সকলের কাছে অনুরোধ করলেন কেউ যেন অসৎভাবে এটি দাবি না করে। একজন অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করল এবং বলল যে একদিন আগে তার ৫০০ টাকা হারিয়েছে। তিনি টাকাটা নিলেন, বালকটির সাথে দেখা করলেন এবং তাকে একটি রূপকথার বই উপহার দিলেন।

95

শান্তিনীড়ের সন্ধানে

গতকাল আমি যখন আমার বাড়ির দিকে হাঁটছিলাম একজন এক হাত বিশিষ্ট বুড়ো লোক হঠাৎ আমাকে থামাল এবং শান্তিনীড়ের পথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আমি খুব বিস্মিত ছিলাম কারণ সেটি ছিল আমার বাড়ি। কিন্তু আমি লোকটিকে চিনতেও পারছিলাম না তাকে কখনও দেখেছি কিনা তাও মনে করতে পারছিলাম না। যা হোক, আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বিস্ময়করভাবে তিনি বললেন যে তিনি আমার একজন দাদা হন যাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার পরিচয় জানতে পেরে তাকে অনেক আনন্দিত মনে হচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি অনেক দিন যাবৎ মালয়েশিয়া আছেন। তিনি সেখানে তার পরিবারের সাথে থাকেন এবং ব্যবসা করেন। যা হোক, তিনি তার শিকড়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করলেন এবং অনেক দিন পর বাংলাদেশে আসলেন। কিন্তু যা কিছুই তিনি দেখছিলেন তাই তার কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছিল। আমি তাকে আমার পরিচিতি দিলাম এবং আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আমার মা অনেকক্ষণ পর তাকে চিনতে পারলেন এবং বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। সে তার সাথে পরিচয় বিনিময় করল এবং কিছু সময়ের জন্য স্বর্গীয় আবহাওয়া বিরাজ করছিল। আমরা আমাদের সাধ্যমত তাকে আপ্যায়ন করলাম। তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং ঘরোয়া পরিবেশ পেলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি আমাদের সাথে পনের দিন থাকলেন এবং মালয়েশিয়ায় তার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বিদায়ের দৃশ্যটি খুবই বেদনাদায়ক ছিল এবং তিনি পরের বছর আবার আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

96

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

আক্কুল আলিম একজন তরুণ। সে খুবই দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে। কিছুদিন আগে, একটি কাজের সন্ধানে সে ঢাকা এসেছিল। ঢাকায় তার একটি বন্ধু আছে যে একটি গার্মেন্টসে কাজ করে। সে প্রথমে তার সাথে যোগাযোগ করে। তার বন্ধু গার্মেন্টসে তার জন্য একটি কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু কাজটিতে সে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই সে কিছু টাকা সঞ্চয় করে কাজটি ছাড়ার পরিকল্পনা করল। অল্প কিছু মাস পরে সে কাজটা ছেড়ে দিল এবং একটি বাস স্ট্যান্ডের পাশে একটি চায়ের দোকান নিল। প্রথমে সে পর্যাপ্ত মুনাফা পায়নি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল, সে জনপ্রিয় হয়ে

উঠছিল এবং প্রচুর মুনাফা পেল। তারপর সে চায়ের দোকানের পাশে একটি মনিহারী দোকান নিল। দুটি দোকানই পূর্ণোদ্যমে চলছিল। দুটি দোকান থেকেই সে অনেক লাভ করেছিল। তাই সে এক বছরেরও বেশি সময় টাকা সঞ্চয় করল এবং তার নিজ গ্রামে ফিরে গেল। তারপর সে প্রথমেই তার বাবার বে কী জমি ছাড়াল এবং পশু পালন ও মাছ চাষ করতে লাগল। এখন তার তিনটি পুকুর, ৮টি গরু এবং অনেক অনেক হাঁস-মুরগি রয়েছে। সে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষিকাজ ও মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। কিছু বছর পর সে নাম ও খ্যাতি অর্জন করে এবং একজন স্বচ্ছল ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। তাই, আত্ম-প্রণোদনা বা পরিশ্রমই জীবনে সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।